ভারত সরকার

বিধি, ন্যায় ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(বিধান বিভাগ)

सत्यमेव जयते

রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৯০৮

(১৯০৮-এর ১৬ নং আইন)

[১লা এপ্রিল, ২০০৩ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

[The Registration Act, 1908]

(Act No. 16 of 1908)

[As on the 1st April, 2003]

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০০৩

রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৯০৮

ধারাসমূহের বিন্যাস

ভাগ ১
প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

২। সংজ্ঞার্থ।

ভাগ ২
রেজিস্ট্রিকরণ-প্রতিষ্ঠান বিষয়ে

৩। রেজিস্ট্রিকরণ মহাপরিদর্শক।

৪। [নিরসিত।]

৫। জেলা ও উপ-জেলা।

৬। রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার।

৭। রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়।

৮। রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়সমূহের পরিদর্শকগণ।

৯। [নিরসিত।]

১০। রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি অথবা তাঁহার পদে শূন্যতা।

১১। নিজ জেলায় কতর্ব্যরত রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি।

১২। সাব-রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি অথবা তাঁহার পদে শূন্যতা।

১৩। রাজ্য সরকারের নিকট ১০, ১১ ও ১২ ধারা অনুযায়ী নিযুক্তির প্রতিবেদন।

১৪। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণের সংস্থান।

১৫। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণের শীলমোহর।

১৬। রেজিস্ট্রি বহি ও অগ্নি-নিরোধক বাক্স।

১৬ক। কম্প্যুটার ফ্লপি, ডিস্কেট ইত্যাদিতে বহিসমূহ রক্ষণ করা।

ভাগ ৩
রেজিস্ট্রিকরণীয় দস্তাবেজ বিষয়ে

১৭। যে সকল দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক।

১৮। যে সকল দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা ঐচ্ছিক।

১৯। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের বোধগম্য নহে এরূপ ভাষায় লিখিত দস্তাবেজ।

২০। যে দস্তাবেজে, অ-পংক্তি-ভুক্তি, ফাঁক, ঘসামোছা বা পরিবর্তন রহিয়াছে।

২১। সম্পত্তির বর্ণনা এবং মানচিত্র বা নক্শা।

২২। সরকারী মানচিত্র বা জরিপের উল্লেখ দ্বারা গৃহ ও ভূমির বর্ণনা।

ভাগ ৪

উপস্থাপনের সময় বিষয়ে

ধারাসমূহ

২৩। দস্তাবেজ উপস্থাপনের সময়।

২৩ক। কোন কোন দস্তাবেজের পুনঃরেজিস্ট্রিকরণ।

২৪। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিস্পাদিত দস্তাবেজ।

২৫। যেক্ষেত্রে উপস্থাপনে বিলম্ব অনিবার্য সেক্ষেত্রে বিধান।

২৬। ভারতের বাহিরে নিস্পাদিত দস্তাবেজ।

২৭। উইল যেকোন সময়ে উপস্থাপন করা যাইবে বা জমা দেওয়া যাইবে।

ভাগ ৫

রেজিস্ট্রিকরণের স্থান বিষয়ে

২৮। ভূমি সম্পর্কিত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের স্থান।

২৯। অন্যান্য দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের স্থান।

৩০। কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকরণ।

৩১। ব্যক্তিগত বাসস্থানে রেজিস্ট্রি করা বা জমার জন্য গ্রহণ করা।

ভাগ ৬

রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দস্তাবেজ উপস্থাপন বিষয়ে

৩২। যে সকল ব্যক্তি দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করার জন্য উপস্থাপন করিবেন।

৩২ক। ফটো, ইত্যাদির বাধ্যতামূলক সম্বদ্ধন।

৩৩। ৩২ ধারার প্রয়োজনে স্বীকার্য আমমোক্তারনামা।

৩৪। রেজিস্ট্রিকরণের পূর্বে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক অনুসন্ধান।

৩৫। নিস্পাদনের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি সম্পর্কে যথাক্রমে প্রক্রিয়া।

ভাগ ৭

নিস্পাদক ও সাক্ষীর উপস্থিতি বলবৎকরণ বিষয়ে

৩৬। যেক্ষেত্রে নিস্পাদক বা সাক্ষীর উপস্থিতি বাঞ্ছিত হয় সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া।

৩৭। আধিকারিক বা আদালত সমন নির্গমিত করিবেন ও উহা জারি করাইবেন।

৩৮। রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩৯। সমন, কমিশন ও সাক্ষী সম্পর্কিত বিধি।

ভাগ ৮

উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার উপস্থাপন বিষয়ে

৪০। উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার উপস্থাপন করিবার অধিকারী ব্যক্তি।

৪১। উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার রেজিস্ট্রিকরণ।

ভাগ ৯

উইল জমা দেওয়া বিষয়ে

৪২। উইল জমা দেওয়া।

৪৩। উইল জমা দিবার পর প্রক্রিয়া।

৪৪। ৪২ ধারা অনুযায়ী জমা দেওয়া সীল করা খাম প্রত্যাহার করিয়া লওয়া।

৪৫। জমাকারীর মৃত্যুর পর কার্যবাহ।

৪৬। কোন কোন অধিনিয়ম ও আদালতের ক্ষমতার ব্যাবৃত্তি।

ভাগ ১০

রেজিস্ট্রিকরণের ও রেজিস্ট্রি না করণের ফল বিষয়ে

ধারাসমূহ -

৪৭। রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ যে সময় হইতে সক্রিয় হইবে।

৪৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ কখন মৌখিক চুক্তির বিরূদ্ধে কার্যকর হইবে।

৪৯। রেজিস্ট্রিকৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি না করণের ফল।

৫০। ভূমি সম্পর্কিত কোন কোন রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ অরেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজসমূহের বিরূদ্ধে কার্যকর হইবে।

ভাগ ১১

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের কর্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ে

(ক) রেজিস্ট্রি বহি ও অনুক্রমণিকা সম্পর্কে

৫১। রেজিস্ট্রি বহি বিভিন্ন কার্যালয়ে রাখিতে হইবে।

৫২। দস্তাবেজ উপস্থাপিত হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের কর্তব্য।

৫৩। প্রবিষ্টিসমূহ ক্রমান্বয়ে সংখ্যাত হইবে।

৫৪। চলতি অনুক্রমণিকা এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্টিসমূহ।

৫৫। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক প্রস্তুতকরণীয় অণুক্রমণিকা ও তাহার বিষয়বস্তু।

৫৬। [নিরসিত।]

৫৭। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণ কোন কোন বহি ও অনুক্রমণিকা পরিদর্শনের অনুমতি দিবেন এবং প্রবিষ্টিসমূহের শংসিত প্রতিলিপি প্রদান করিবেন।

(খ) রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করিবার পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পর্কে

৫৮। রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত দস্তাবেজের উপর যে সকল বিশেষ বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবে।

৫৯। পৃষ্ঠাঙ্কন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক দিনাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত হইবে।

৬০। রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র।

৬১। পৃষ্ঠাঙ্কন ও শংসাপত্র প্রতিলিপিত হইবে এবং দস্তাবেজ ফিরত দিতে হইবে।

৬২। যে ভাষা রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের অজানা সেই ভাষার দস্তাবেজ উপস্থাপনের পরবর্তী প্রক্রিয়া।

৬৩। শপথ গ্রহণ করাইবার এবং বিবৃতিসমূহের সারাংশ অভিলিখিত করিবার ক্ষমতা।

(গ) সাব-রেজিস্ট্রারের বিশেষ কর্তব্য

৬৪। যেক্ষেত্রে দস্তাবেজ বিভিন্ন উপ-জেলায় অবস্থিত ভূমি সম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া।

৬৫। যেক্ষেত্রে দস্তাবেজ বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ভূমি সম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া।

(ঘ) রেজিস্ট্রারের বিশেষ কর্তব্য

৬৬। ভূমি সম্পর্কিত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের পরবর্তী প্রক্রিয়া।

৬৭। [নিরসিত।]

(ঙ) রেজিস্ট্রার এবং মহাপরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিষয়ে

৬৮। রেজিস্ট্রারের সাব-রেজিস্ট্রারগণের উপর অধীক্ষণের ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

৬৯। মহাপরিদর্শকের রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ের উপর অধীক্ষণের এবং নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৭০। মহাপরিদর্শকের জরিমানা মুকুব করিবার ক্ষমতা।

ভাগ ১২

রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করা বিষয়ে

ধারাসমূহ

৭১। রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করার কারণ অভিলিখিত হইবে।

৭২। নিষ্পাদন অস্বীকার করা ভিন্ন অন্য হেতুতে সাব-রেজিস্ট্রারের রেজিস্ট্রিকরণে অসম্মতিজ্ঞাপক আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রারের নিকট আপীল।

৭৩। যেক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার নিষ্পাদন অস্বীকার করার হেতুতে রেজিস্ট্রি করিতে অসম্মত হন সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন।

৭৪। ঐরূপ আবেদন করা হইলে রেজিস্ট্রারের প্রক্রিয়া।

৭৫। রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রি করিবার জন্য প্রদত্ত আদেশ ও তৎপরবর্তী প্রক্রিয়া।

৭৬। রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতিসূচক আদেশ।

৭৭। রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতিজ্ঞাপক আদেশের ক্ষেত্রে মোকদ্দমা।

ভাগ ১৩

রেজিস্ট্রিকরণ, সন্ধান ও প্রতিলিপির জন্য ফী বিষয়ে

৭৮। রাজ্য সরকার কর্তৃক ফী স্থিরীকৃত হইবে।

৭৯। ফী-এর প্রকাশন।

৮০। উপস্থাপনের পর ফী প্রদেয় হইবে।

ভাগ ১৪

দণ্ড বিষয়ে

৮১। হানি করিবার অভিপ্রায়ে অশুদ্ধভাবে দস্তাবেজ পৃষ্ঠাঙ্কন, প্রতিলিপিকরণ, ভাষান্তরণ বা রেজিস্ট্রি করার জন্য দণ্ড।

৮২। মিথ্যা বিবৃতিদান, মিথ্যা প্রতিলিপি বা ভাষান্তর অর্পণ, মিথ্যা প্রতিরূপণ ও অপসহায়তার জন্য দণ্ড।

৮৩। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক অভিযুক্তি আরম্ভ করিতে পারিবেন।

৮৪। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক লোককৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

ভাগ ১৫

বিবিধ

৮৫। দাবি না-করা দস্তাবেজের বিনাশ।

৮৬। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক তাঁহার পদসামর্থ্যে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিতে অস্বীকৃত কার্যের জন্য দায়িতাধীন হইবেন না।

৮৭। ঐরূপে কৃত কোন কার্য নিয়োগে বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটির দরুন অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না।

৮৮। সরকারী আধিকারিক বা কোন কোন লোককৃত্যকারী কর্তৃক নিষ্পাদিত দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণ।

৮৯। কোন কোন আদেশ, শংসাপত্র ও সাধনপত্রের প্রতিলিপি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট প্রেরিত ও নথিভুক্ত হইবে।

আইন হইতে অব্যাহতি

৯০। সরকার কর্তৃক বা সরকারের অনুকূলে নিষ্পাদিত কোন কোন দস্তাবেজের অব্যাহতি।

৯১। ঐরূপ দস্তাবেজের পরিদর্শন ও প্রতিলিপি।

৯২। [নিরসিত।]

৯৩। [নিরসিত।]

নিরসন

তফসিল—[নিরসিত।]

রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৯০৮

[১](১৯০৮-এর ১৬ নং আইন)

[১৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৮]

দস্তাবেজসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত অধিনিয়মসমূহ একত্র করণার্থ আইন।

যেহেতু দস্তাবেজসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত অধিনিয়মসমূহ একত্র করা সঙ্গত ; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

ভাগ ১

প্রারম্ভিক

১। (১) এই আইন [২] * * * রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৯০৮ নামে অভিহিত হইবে। *সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।*

[৩][(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে ঃ

তবে, রাজ্য সরকার দেশের যেকোন জেলা বা কোন ভূখণ্ড ইহার সক্রিয়তা হইতে বাদ দিতে পারিবেন।]

(৩) ইহা ১৯০৯-এর জানুয়ারীর প্রথম দিনে বলবৎ হইবে।

২। এই আইনে, বিষয় বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে,— *সংজ্ঞার্থ।*

(১) "অভিবর্ণন" বলিতে বর্ণিত কোন ব্যক্তির বাসস্থান এবং পেশা, কারবার, পদমর্যাদা ও উপাধি (যদি থাকে) এবং কোন [৪][ভারতীয়ের] ক্ষেত্রে, [৫] * * * তাঁহার পিতার নাম অথবা, যেক্ষেত্রে তিনি প্রথানুসারে তাঁহার মাতার পুত্ররূপে বর্ণিত সেক্ষেত্রে, তাঁহার মাতার নাম বুঝায় ;

(২) "পুস্তক" কোন পুস্তকের অংশকে এবং তদুপরি কোন পুস্তক বা পুস্তকের অংশ গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একত্রে সংযুক্ত যেকোন সংখ্যক পৃষ্ঠাকেও অন্তর্ভুক্ত করে ;

(৩) "জেলা" ও "উপ-জেলা" বলিতে যথাক্রমে এই আইন অনুযায়ী গঠিত কোন জেলা ও উপ-জেলা বুঝায় ;

(৪) "জেলা আদালত" সাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারে হাইকোর্টকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(৫) "পৃষ্ঠাঙ্কন" এবং "পৃষ্ঠাঙ্কিত" এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রদত্ত কোন দস্তাবেজের সহিত কোন সংযোজনী বা আবরক পত্রের উপর রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিকের কোন লিখিত প্রবিষ্টি অন্তর্ভুক্ত করে এবং উহা উক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় ;

(৬) "স্থাবর সম্পত্তি" ভূমি, ভবন, বংশানুক্রমিক ভাতা, পথ, আলো, ফেরিঘাট, মৎস্যভেড়ীর উপর অধিকার অথবা ভূমি হইতে উদ্ভূত অন্য কোন সুবিধা এবং মৃত্তিকা সংলগ্ন বস্তু অথবা মৃত্তিকা সংলগ্ন কোন বস্তুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু উহা দণ্ডায়মান কাষ্ঠবৃক্ষ, উঠতি ফসল বা তৃণকে অন্তর্ভুক্ত করে না ;

---

[১]উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণের জন্য ভারতের গেজেট, ১৯০৮, ভাগ ৫, পৃষ্ঠা ৩২৫ দ্রষ্টব্য ; সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনের জন্য, ঐ একই গেজেট, ১৯০৮, ভাগ ৫, পৃষ্ঠা ৩৮৭ দ্রষ্টব্য ; এবং পরিষদের কার্যবাহসমূহের জন্য ঐ একই গেজেট, ১৯০৮, ভাগ ৬, পৃষ্ঠাসমূহ ১৪৮, ১৫৪ ও ১৮২ দ্রষ্টব্য।

এই আইন বেরার বিধি আইন, ১৯৪১ (১৯৪১-এর ৪) দ্বারা বেরারে ; ১৯৬৩-র প্রনিয়ম ৬-এর ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা দাদরা ও নগর হাভেলিতে ; ১৯৬৩-র প্রনিয়ম ১১-র ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা গোয়া, দমন ও দিউ-এ ; ১৯৬৫-র প্রনিয়ম ৮-এর ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা লাক্ষাদ্বীপ-এ ; ১৯৬৮-র ২৬ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা পণ্ডিচেরিতে প্রসারিত হইয়াছে।

ইহা পন্থ পিপলোদা বিধি প্রনিয়ম, ১৯২৯ (১৯২৯-এর ১) এর ২ ধারা দ্বারা পন্থ পিপলোদায় ; খোণ্ডমল বিধি প্রনিয়ম, ১৯৩৬ (১৯৩৬-এর ৪)-এর ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা খোণ্ডমল জেলায় এবং আঙ্গুল বিধি প্রনিয়ম, ১৯৩৬ (১৯৩৬-এর ৫)-এর ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা আঙ্গুল জেলায় বলবৎ হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ইহা সংপরিবর্তন সহ পূর্ব গোদাবরী এজেন্সির কতিপয় তালুকে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রজ্ঞাপন নং চ ১২৮/২৯, তারিখ ২১শে এপ্রিল, ১৯২৯, ভারতের গেজেট, ১৯২৯, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৬৬২ দ্রষ্টব্য।

[২]'ভারতীয়' শব্দটি ১৯৬৯-এর ৪৫ আইনের ২ ধারা দ্বারা বাদ গিয়াছে।

[৩]১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা পূর্ববর্তী উপধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪]বিধি অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা "ভারতের মূল অধিবাসী"-র স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫]'তাঁহার জাতি (যদি থাকে) এবং' এই শব্দসমূহ ১৯৫৬-র ১৭ আইনের ২ ধারা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[1](৬ক) "ভারত" বলিতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদে ভারতের রাজ্যক্ষেত্র বুঝায় ;]

(৭) "পাট্টা" কোন প্রতিলেখ, কবুলিয়ত, চাষ বা ভোগ-দখলের জন্য কোন বচনবন্ধ এবং পাট্টার জন্য কোন চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(৮) "নাবালক" বলিতে কোন ব্যক্তি, যিনি ব্যক্তিগত বিধির অধীন, সেই বিধি অনুসারে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাকে বুঝায় ;

(৯) "অস্থাবর সম্পত্তি" দণ্ডায়মান কাঠবৃক্ষ, উঠতি ফসল ও তৃণ, বৃক্ষের ফল ও রসকে এবং স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ; এবং

(১০) "প্রতিনিধি" কোন নাবালকের অভিভাবককে এবং কোন কমিটিকে অথবা কোন পাগল বা জড়বুদ্ধির জন্য অন্য বিধিগত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

[2]* * * * * *

ভাগ ২

রেজিস্ট্রিকরণ-প্রতিষ্ঠান বিষয়ে

রেজিস্ট্রিকরণ মহাপরিদর্শক।

৩। (১) রাজ্য সরকার ঐ সরকারের অধীন রাজ্যক্ষেত্রসমূহের জন্য একজন আধিকারিককে রেজিস্ট্রিকরণ মহাপরিদর্শক নিযুক্ত করিবেন ঃ

তবে, রাজ্য সরকার ঐরূপ নিযুক্তির পরিবর্তে এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, অতঃপর মহা-পরিদর্শকের উপর অর্পিত ও আরোপিত সকল বা যেকোন ক্ষমতা ও কর্তব্য, রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করেন সেরূপ আধিকারিক বা আধিকারিকগণের দ্বারা, এবং যেরূপ নির্দিষ্ট করেন সেরূপ স্থানীয় সীমার মধ্যে, প্রযুক্ত ও সম্পাদিত হইবে।

(২) কোন মহাপরিদর্শক রাজ্য সরকারের অধীন অন্য যেকোন পদে একই সঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন।

৪। [সিন্ধের শাখা মহাপরিদর্শক।]—ভারত সরকার (ভারতীয় বিধি অভিযোজন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা নিরসিত।

জেলা ও উপ-জেলা।

৫। (১) এই আইনের প্রয়োজনে, রাজ্য সরকার জেলা ও উপ-জেলাসমূহ গঠন করিবেন এবং ঐরূপ জেলা ও উপ-জেলাসমূহের সীমা বিহিত করিবেন ও পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারা অনুযায়ী গঠিত জেলা ও উপ-জেলাসমূহ, তৎসহ উহাদের সীমা এবং ঐরূপ সীমার প্রতিটি পরিবর্তন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

(৩) ঐরূপ প্রতিটি পরিবর্তন প্রজ্ঞাপনের তারিখের পরে, উহাতে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেই দিন কার্যকর হইবে।

রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার।

৬। রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ ব্যক্তিগণকে, তাঁহারা সরকারী আধিকারিক হউন বা না হউন, যথা-পূর্বোক্তরূপে গঠিত, যথাক্রমে বিভিন্ন জেলার জন্য রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন উপ-জেলার জন্য সাব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

[3]* * * * * * *

রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়।

৭। (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলার রেজিস্ট্রারের কার্যালয়রূপে অভিধেয় এবং প্রত্যেক উপ-জেলায় সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় অথবা যুগ্ম সাব-রেজিস্ট্রারগণের কার্যালয়সমূহ রূপে অভিধেয় কার্যালয় বা কার্যালয়সমূহ স্থাপন করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রারের যেকোন কার্যালয়ের সহিত ঐ রেজিস্ট্রারের অধস্তন কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় একত্রিকৃত করিতে পারিবেন এবং যাঁহার কার্যালয় ঐরূপে একত্রিকৃত হইয়াছে এরূপ যেকোন সাব-রেজিস্ট্রারকে, তাঁহার স্বীয় ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ ছাড়াও, তিনি যাঁহার অধস্তন সেরূপ রেজিস্ট্রারের সকল বা যেকোন ক্ষমতা ও কর্তব্য, প্রয়োগ করিতে ও সম্পাদন করিতে প্রাধিকৃত করিতে পারিবেন ঃ

---

[1]১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

[2]অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সন্নিবেশিত প্রকরণ (১১), ১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[3]১৯১৪-র ৪ আইনের, ২ ধারা ও তফসিল, ভাগ ১ দ্বারা সংযোজিত এই অনুবিধি, অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তবে, ঐরূপ কোনও প্রাধিকরণ কোন সাব-রেজিস্ট্রারকে এই আইন অনুযায়ী তাঁহার দেওয়া কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীলের শুনানি গ্রহণ করিতে সমর্থ করিবে না।

৮। (১) রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়সমূহের পরিদর্শক রূপে অভিহিত হইবেন এরূপ আধিকারিকগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আধিকারিকগণের কর্তব্যসমূহ বিহিত করিতে পারিবেন। রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়সমূহের পরিদর্শকগণ।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক পরিদর্শক মহাপরিদর্শকের অধস্তন হইবেন।

৯। [সামরিক সেনানিবাস উপ-জেলা বা জেলা রূপে ঘোষিত হইতে পারিবে।]—নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯২৭-এর ৩ ধারা ও তফসিল ২ দ্বারা নিরসিত। ১৯২৭-এর ১০।

১০। (১) যখন কোন প্রেসিডেন্সি-নগর সমেত কোন জেলার রেজিস্ট্রার ভিন্ন অন্য কোন রেজিস্ট্রার তাঁহার জেলায় কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা অন্যথা অনুপস্থিত থাকেন, অথবা যখন তাঁহার পদ সাময়িকভাবে শূন্য হয়, তখন মহাপরিদর্শক এতৎপক্ষে যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এরূপ যেকোন ব্যক্তি, অথবা ঐরূপ নিযুক্তির ব্যত্যয় ঘটিলে, জেলা আদালতের জজ, যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় অবস্থিত তিনি, ঐরূপ অনুপস্থিতির সময়ে, অথবা যতদিন না রাজ্য সরকার ঐ শূন্যপদ পূরণ করেন ততদিন, রেজিস্ট্রার থাকিবেন। রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি অথবা তাঁহার পদে শূন্যতা।

(২) যখন কোন প্রেসিডেন্সি-নগর সমেত কোন জেলার রেজিস্ট্রার তাঁহার জেলায় কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা অন্যথা অনুপস্থিত থাকেন, অথবা যখন তাঁহার পদ সাময়িকভাবে শূন্য হয়, তখন মহাপরিদর্শক এতৎপক্ষে যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এরূপ কোন ব্যক্তি ঐরূপ অনুপস্থিতির সময়ে, অথবা যতদিন না রাজ্য সরকার ঐ শূন্যপদ পূরণ করেন ততদিন, রেজিস্ট্রার থাকিবেন।

১১। যখন কোন রেজিস্ট্রার নিজ জেলায় কর্তব্যরত অবস্থায় তাঁহার কার্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন তখন তিনি ঐরূপ অনুপস্থিতির সময়ে ৬৮ এবং ৭২ ধারায় উল্লিখিত কর্তব্যসমূহ ব্যতীত রেজিস্ট্রারের অন্য সকল কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার জেলায় কোন সাব-রেজিস্ট্রার অথবা অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। নিজ জেলায় কর্তব্যরত রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি।

১২। যখন কোন সাব-রেজিস্ট্রার অনুপস্থিত থাকেন, অথবা যখন তাঁহার পদ সাময়িকভাবে শূন্য হয়, তখন জেলার রেজিস্ট্রার এতৎপক্ষে যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এরূপ কোন ব্যক্তি ঐরূপ অনুপস্থিতির সময়ে অথবা, যতদিন না [1][ঐ শূন্যপদ পূরণ করা হয়] ততদিন, সাব-রেজিস্ট্রার থাকিবেন। সাব-রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি অথবা তাঁহার পদে শূন্যতা।

১৩। (১) [2]* * * ১০ ধারা, ১১ ধারা বা ১২ ধারা অনুযায়ী কৃত সকল নিযুক্তি মহাপরিদর্শক কর্তৃক রাজ্য সরকারের নিকট প্রতিবেদিত হইবে। রাজ্য সরকারের নিকট ১০, ১১ ও ১২ ধারা অনুযায়ী নিযুক্তির প্রতিবেদন।

(২) ঐরূপ প্রতিবেদন, রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ, বিশেষ বা সাধারণ প্রতিবেদন হইবে।

[3]* * * * * * *

১৪। (১) [4]* * * * * *

(২) রাজ্য সরকার এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যালয়ের জন্য যথোপযুক্ত সংস্থানের অনুমতি দিতে পারিবেন। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণের সংস্থান।

১৫। বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার ইংরাজিতে এবং রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ অন্য ভাষায় নিম্নলিখিত উৎকীর্ণলিপি সংবলিত সীলমোহর ব্যবহার করিবেন ঃ— রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণের সীলমোহর।

"..... রেজিস্ট্রারের (অথবা সাব-রেজিস্ট্রারের) সীলমোহর"।

---

[1] ১৯১৪-র ৪ আইন, ২ ধারা ও তফসিল, ভাগ ১ দ্বারা "স্থানীয় সরকার শূন্যতা পূরণ করেন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[2] ১৯১৪-র ৪ আইনের ২ ধারা ও তফসিল, ভাগ ১ দ্বারা সন্নিবেশিত "৬ ধারা অনুযায়ী মহাপরিদর্শক কর্তৃক কৃত সকল নিযুক্তি এবং" এই সংখ্যা ও শব্দসমূহ অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[3] (৩) উপধারা, অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[4] (১) উপধারা, ঐ একই আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

রেজিস্ট্রি বহি ও অগ্নি-নিরোধক বাক্স।

১৬। (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিকের কার্যালয়ের জন্য এই আইনের প্রয়োজনে আবশ্যক বহিসমূহের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) ঐরূপে ব্যবস্থিত বহিতে, রাজ্য সরকারের মঞ্জুরিক্রমে, মহাপরিদর্শক কর্তৃক সময়ে সময়ে বিহিত বিবিধ ফরম থাকিবে, এবং ঐরূপ বহির পৃষ্ঠাসমূহ মুদ্রণে ক্রমসংখ্যাত থাকিবে, এবং প্রতিটি বহির পৃষ্ঠাসংখ্যা যে আধিকারিকের দ্বারা উক্ত বহি প্রদত্ত হইয়াছে, তৎকর্তৃক আখ্যাপত্রে শংসিত হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার প্রত্যেক রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে একটি করিয়া অগ্নি-নিরোধক বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং প্রত্যেক জেলায় দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত অভিলেখের নিরাপদ অভিরক্ষার জন্য ঐ জেলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

কম্প্যুটার ফ্লপি, ডিস্কেট, ইত্যাদিতে বহিসমূহ রক্ষণ করা।

[১]১৬ক। (১) ১৬ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐ ধারার (১) উপধারায় ব্যবস্থিত বহিসমূহ রাজ্য সরকারের মঞ্জুরিসহ, মহাপরিদর্শক কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে এবং সেরূপ রক্ষাবন্ধ সাপেক্ষে কম্প্যুটার ফ্লপি বা ডিস্কেটেও বা অন্য যেকোন বৈদ্যুতিন প্রকারেও রক্ষণ করা যাইতে পারিবে।

(২) এই আইনে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, (১) উপধারা অনুযায়ী রক্ষিত বহিসমূহ হইতে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক নিজ হস্তে ও সীলমোহরাঙ্কিত করিয়া প্রদত্ত কোন প্রতিলিপি বা উদ্ধৃতি ঐ ধারার (৫) উপধারার প্রয়োজনে ৫৭ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন প্রতিলিপি বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাগ ৩

রেজিস্ট্রিকরণীয় দস্তাবেজ বিষয়ে

যে সকল দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক।

১৭। (১) নিম্নলিখিত দস্তাবেজসমূহ রেজিস্ট্রি করিতে হইবে, যদি ঐগুলি যে সম্পত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা এরূপ কোন জেলায় অবস্থিত হয় যেখানে, এবং যদি ঐগুলি সেই তারিখে বা তাহার পরে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, যে তারিখে ১৮৬৪-র ১৬ নং আইন, অথবা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৬৬, অথবা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৭১, অথবা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৭৭ অথবা এই আইন বলবৎ হইয়াছিল বা বলবৎ হয়, যথা ঃ—

১৮৬৬-র ২০। ১৮৭১-এর ৮। ১৮৭৭-এর ৩।

(ক) স্থাবর সম্পত্তি দানের সাধনপত্র ;

(খ) উইলগত নহে এরূপ অন্যান্য সাধনপত্র যেগুলি এরূপে তাৎপর্যিত হয় বা যেগুলির ক্রিয়া এরূপ হয় যে স্থাবর সম্পত্তিতে, বর্তমানেই হউক বা ভবিষ্যতেই হউক, একশত টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, বর্তিতই হউক বা সাপেক্ষই হউক, সৃষ্টি করে, ঘোষিত করে, নির্দেশিত করে, সীমিত করে বা বিলুপ্ত করে ;

(গ) উইলগত নহে এরূপ সাধনপত্র যেগুলি ঐরূপ কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থের সৃষ্টি, ঘোষণা, নির্দেশন, সীমিতকরণ বা বিলোপনের জন্য কোন প্রতিদানের প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার করে ; এবং

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বর্ষানুক্রমী অথবা এক বৎসরের অধিক মেয়াদের বা বার্ষিক খাজনা সংরক্ষক পাট্টাসমূহ ;

[২][(ঙ) উইলগত নহে এরূপ সাধনপত্র যাহা আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশ অথবা বিনির্ণয় হস্তান্তরিত বা নির্দেশিত করে, যখন ঐরূপ ডিক্রী বা আদেশ বা বিনির্ণয় স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমানেই হউক বা ভবিষ্যতেই হউক, একশত টাকার ও তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, বর্তিতই হউক বা সাপেক্ষই হউক, সৃষ্টি করে, ঘোষিত করে, নির্দেশিত করে, সীমিত করে বা বিলুপ্ত করে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় বা সক্রিয় হয় ঃ]

তবে, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, কোন জেলায় বা জেলার কোন অংশে নিষ্পাদিত যে পাট্টার অনুমোদিত মেয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক নহে ও যাহার সংরক্ষিত বাৎসরিক খাজনা পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে, সেরূপ পাট্টাকে এই উপধারার ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

---

[১] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] ১৯২৯-এর ২১ আইনের ১০ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

[১](১ক) প্রতিদানের বিনিময়ে কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার জন্য সংবিদাসমূহ সংবলিত দস্তাবেজসমূহ, রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আদার রিলেটেড লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০১-এর প্রারম্ভে বা তাহার পরে নিষ্পাদিত হইয়া থাকিলে, ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২-র ৫৩ক ধারার প্রয়োজনে রেজিস্ট্রি করিতে হইবে এবং ঐরূপ দস্তাবেজসমূহ ঐরূপ প্রারম্ভে বা তাহার পরে রেজিস্ট্রি করা না হইলে, উক্ত ৫৩ক ধারার প্রয়োজনে ঐগুলির কোন কার্যকারিতা থাকিবে না।

(২) (১) উপধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের কোন কিছুই নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না—

(i) কোন আপসরফা-দলিল ; অথবা

(ii) কোন যৌথ কোম্পানির শেয়ার সম্পর্কিত কোন সাধনপত্র, ঐ কোম্পানির পরিসম্পদ সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ, স্থাবর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ; অথবা

(iii) ঐরূপ কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত কোন ঋণপত্র, যাহা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে, ঐ কোম্পানি যে রেজিস্ট্রিকৃত সাধনপত্র দ্বারা ঐরূপ ঋণপত্রের ধারকের হিতার্থে উহার স্থাবর সম্পত্তি বা উহাতে কোন স্বার্থ সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ন্যাসের অধীনে ন্যাসীদের নিকট বন্ধক দিয়াছে, স্বত্বান্তর করিয়াছে বা অন্যথা হস্তান্তর করিয়াছে তদ্দ্বারা প্রদত্ত প্রতিভূতির যতদূর তিনি অধিকারী হন ততদূর ব্যতীত, কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি, ঘোষিত, নির্দেশিত, সীমিত বা বিলুপ্ত করে না ; অথবা

(iv) ঐরূপ কোন কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণপত্রের উপর কোন পৃষ্ঠাঙ্কন অথবা উহার হস্তান্তর ; অথবা

(v) [২][১(ক) উপধারায় বিনির্দিষ্ট দস্তাবেজসমূহ ভিন্ন কোন দস্তাবেজ], যাহা স্বয়ং কোন স্থাবর সম্পত্তিতে একশত টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি, ঘোষিত, নির্দেশিত, সীমিত বা বিলুপ্ত করে না, কিন্তু যাহা কেবল এরূপ অন্য কোন দস্তাবেজ পাইবার অধিকার সৃষ্টি করে যাহা নিষ্পাদিত হইলে ঐরূপ কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি, ঘোষিত, নির্দেশিত, সীমিত বা বিলুপ্ত হয় ; অথবা

(vi) আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশ, [৩][ব্যতিক্রম কেবল এরূপ কোন ডিক্রী বা আদেশ যাহা কোন আপসের ভিত্তিতে কৃত হইবে বলিয়া ব্যক্ত এবং যাহা এই মোকদ্দমা বা কার্যবাহের বিষয়বস্তুগত স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য স্থাবর সম্পত্তি সংবলিত] ; অথবা

(vii) সরকার কর্তৃক কোন স্থাবর সম্পত্তির মঞ্জুরি ; অথবা

(viii) কোন রাজস্ব-আধিকারিক কৃত বাটোয়ারার সাধনপত্র ; অথবা

১৮৭১-এর ২৬। ১৮৮৩-র ১৯। (ix) ল্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৭১, বা ল্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট লোনস্ অ্যাক্ট, ১৮৮৩ অনুযায়ী কোন ঋণ মঞ্জুরির আদেশ বা মঞ্জুরিকৃত সাংপার্শ্বিক প্রতিভূতির সাধনপত্র ; অথবা

১৮৮৪-র ১২। (x) এগ্রিকালচারিস্ট্‌স লোন্‌স অ্যাক্ট, ১৮৮৪ অনুযায়ী কোন ঋণ মঞ্জুরির আদেশ, বা ঐ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত কোন ঋণের পরিশোধ সুনিশ্চিত করিবার জন্য কোন সাধনপত্র ; অথবা

১৮৯০-এর ৬। [৪][(xক) চ্যারিটেবল এনডোওমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৯০ অনুযায়ী চ্যারিটেবল এনডোওমেন্টসের কোষাধ্যক্ষের উপর কোন সম্পত্তি বর্তিত করিবার বা ঐরূপ কোন কোষাধ্যক্ষ হইতে কোন সম্পত্তি প্রত্যাবর্তিত করিবার জন্য প্রদত্ত কোন আদেশ ; অথবা]

(xi) সম্পূর্ণ বন্ধক-অর্থ বা উহার কোন অংশ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া বন্ধক-দলিলের উপর কোন পৃষ্ঠাঙ্কন এবং কোন বন্ধকের অধীনে দেয় অর্থ প্রদানের অন্য কোন রসিদ, যখন ঐ রসিদ বন্ধক বিলুপ্ত করে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় না ; অথবা

(xii) কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব আধিকারিক কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তির ক্রেতাকে প্রদত্ত কোন বিক্রয় শংসাপত্র।

[৫][*ব্যাখ্যা।*—স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ কোন সংবিদা কার্যকর করিতে তাৎপর্যিত বা সক্রিয় কোন দস্তাবেজে কোন বায়নায় অর্থপ্রদান অথবা ক্রয়-অর্থের সম্পূর্ণ বা কোন অংশের প্রদান পরিবর্ণিত আছে কেবল এই তথ্যের কারণে ঐরূপ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা আবশ্যক হইবে বা কোন সময়ে আবশ্যক ছিল বলিয়া গণ্য হইবে না।]

(৩) পুত্র দত্তকগ্রহণের প্রাধিকারপত্র যাহা ১৮৭২-এর জানুয়ারীর প্রথম দিনের পরে নিষ্পাদিত হইয়াছে এবং কোন উইল দ্বারা অর্পিত হয় নাই তাহাও রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

---

[১]২০০১-এর ৪৮ আইনের ৩(ক) ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২]২০০১-এর ৪৮ আইনের ৩(খ) ধারা দ্বারা "কোন দস্তাবেজ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩]১৯২৯-এর ২১ আইনের ১০ ধারা দ্বারা "এবং কোন বিনির্ণয়"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪]১৯৪৮-এর ৩৯ আইনের ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫]১৯২৭-এর ২ আইনের ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

যেসকল দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা ঐচ্ছিক।

১৮। নিম্নলিখিত দস্তাবেজসমূহের যেকোনটি এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) সাধনপত্র (দানের সাধনপত্র এবং উইল ভিন্ন অন্যান্য) যেগুলি এরূপে তাৎপর্যিত হয় বা যেগুলির ক্রিয়া এরূপ হয় যে সেগুলি, স্থাবর সম্পত্তিতে, বর্তমানেই হউক বা ভবিষ্যতেই হউক, একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, বর্তিতই হউক বা সাপেক্ষেই হউক, সৃষ্টি করে, ঘোষিত করে, নির্দেশিত করে, সীমিত করে বা বিলুপ্ত করে ;

(খ) এরূপ সাধনপত্রসমূহ যেগুলি ঐরূপ কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থের সৃষ্টি, ঘোষণা, নির্দেশন, সীমিতকরণ বা বিলোপনের জন্য কোন প্রতিদানের প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার করে ;

(গ) এক বৎসরের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাসমূহ, এবং   ধারা অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত পাট্টাসমূহ ;

[1][(গগ) এরূপ সাধনপত্র যাহা, আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশ অথবা কোন বিনির্ণয় হস্তান্তরিত বা নির্দেশিত করে, যখন ঐরূপ ডিক্রী বা আদেশ বা বিনির্ণয় স্থাবর সম্পত্তিতে, বর্তমানেই হউক বা ভবিষ্যতেই হউক, একশত টাকার কম মূল্যের কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, বর্তিতই হউক বা সাপেক্ষেই হউক, সৃষ্টি, ঘোষিত, নির্দেশিত, সীমিত বা বিলুপ্ত করে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় বা সক্রিয় হয় ;]

(ঘ) সাধনপত্র (উইলসমূহ ভিন্ন অন্যান্য) যেগুলি এরূপে তাৎপর্যিত হয় বা যেগুলির ক্রিয়া এরূপ হয় যে সেগুলি স্থাবর সম্পত্তিতে, কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, সৃষ্টি, ঘোষিত, নির্দেশিত, সীমিত বা বিলুপ্ত করে ;

(ঙ) উইলসমূহ ; এবং

(চ) ১৭ ধারা দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত করিতে হইবে বলিয়া অনুজ্ঞাত নহে এরূপ অন্য সকল দস্তাবেজ।

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের বোধগম্য নহে এরূপ ভাষায় লিখিত দস্তাবেজ।

১৯। যদি রেজিস্ট্রি করার জন্য যথাযথরূপে উপস্থাপিত কোন দস্তাবেজ এরূপ কোন ভাষায় হয় যাহা রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের বোধগম্য না হয় এবং যাহা জেলায় সাধারণত ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইলে তিনি ঐ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন, যদি না উক্ত জেলায় সাধারণত ব্যবহৃত কোন ভাষায় উহার সঠিক অনুবাদ ও সঠিক প্রতিলিপিও উহার সঙ্গে থাকে।

যে দস্তাবেজে অপংক্তি-ভুক্তি, ফাঁক, ঘসামোছা বা পরিবর্তন রহিয়াছে।

২০। (১) রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক তাঁহার স্ববিবেচনায় রেজিস্ট্রিকরণের জন্য এরূপ কোন দস্তাবেজ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন যাহাতে কোন পংক্তি-ভুক্তি, ফাঁক, ঘসামোছা বা পরিবর্তন দেখা যায়, যদি না উক্ত দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী ব্যক্তিগণ ঐরূপ পংক্তি-ভুক্তি, ফাঁক, ঘসামোছা বা পরিবর্তন তাঁহাদের স্বাক্ষর বা নামের আদ্যক্ষরসমূহ দ্বারা প্রত্যায়িত করেন।

(২) যদি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ঐরূপ কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করেন, তাহা হইলে উহা রেজিস্ট্রি করিবার সময়ে তিনি ঐরূপ পংক্তি-ভুক্তি, ফাঁক, ঘসামোছা বা পরিবর্তন সম্পর্কে রেজিস্ট্রি বহিতে লিখিয়া রাখিবেন।

সম্পত্তির বর্ণনা এবং মানচিত্র বা নক্শা।

২১। (১) উইলগত নহে এরূপ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত হইবে না, যদি না উহাতে ঐ সম্পত্তি সনাক্ত করিবার জন্য উহার পর্যাপ্ত বর্ণনা থাকে।

(২) শহরের গৃহসমূহ যে যে সড়ক বা রাস্তার (বিনির্দিষ্ট করিতে হইবে) মুখোমুখি, উহাদের উত্তরে বা অন্য দিকে অবস্থিত বলিয়া এবং উহাদের বর্তমান ও পূর্বতন দখলদারিত্ব দ্বারা এবং ঐরূপ সড়কের বা রাস্তার গৃহসমূহ সংখ্যাত হইলে তাহাদের সংখ্যা দ্বারা বর্ণিত হইবে।

(৩) অন্যান্য গৃহ ও ভূমি, যদি উহাদের নাম থাকে, সেই নামে, এবং যে স্থানিক বিভাগে উহারা অবস্থিত তন্মধ্যস্থ বলিয়া, এবং উহাদের উপরিস্থিত বস্তুসমূহ, সংলগ্ন রাস্তা এবং অন্যান্য সম্পত্তি, এবং ঐগুলির বর্তমান দখলদারিত্ব দ্বারা এবং যখনই কার্যত সম্ভব তখন, সরকারী মানচিত্র বা জরিপের উল্লেখ দ্বারাও বর্ণিত হইবে।

---

[1] ১৯৪০-এর ৩৩ আইনের ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৪) উল্লিখিত নহে এরূপ কোন দস্তাবেজ, যাহার অন্তর্গত কোন সম্পত্তির মানচিত্র বা নকশা উহাতে আছে, রেজিস্ট্রি করার জন্য গ্রাহ্য হইবে না যদি না উহার সহিত মানচিত্র বা নক্শার একটি সঠিক প্রতিলিপি এবং, যেক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত হয় সেক্ষেত্রে, ঐরূপ জেলাসমূহের সমান সংখ্যক মানচিত্র বা নক্শার সঠিক প্রতিলিপি দেওয়া থাকে।

২২। (১) যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অভিমতে শহরের গৃহ নহে এরূপ গৃহ ও ভূমি সরকারী মানচিত্র বা জরিপের উল্লেখ দ্বারা বর্ণনা করা কার্যত সম্ভব, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়ম দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন যে, ২১ ধারার প্রয়োজনে, যথাপূর্বোক্ত গৃহ ও ভূমি ঐরূপে বর্ণিত হইবে। সরকারী মানচিত্র বা জরিপের উল্লেখ দ্বারা গৃহ ও ভূমির বর্ণনা।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত কোন নিয়ম দ্বারা অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতিরেকে, ২১ ধারার (২) উপধারা বা (৩) উপধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থতা কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না, যদি ঐ সম্পত্তি, যাহার সহিত উহা সম্পর্কিত, তাহার বর্ণনা উক্ত সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য পর্যাপ্ত হয়।

ভাগ ৪

উপস্থাপনের সময় বিষয়ে

২৩। ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে, উইল ভিন্ন কোনও দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত হইবে না, যদি না উহা উক্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত আধিকারিকের নিকট উহার নিষ্পাদনের তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে উপস্থাপিত করা হয় ঃ দস্তাবেজ উপস্থাপনের সময়।

তবে, কোন ডিক্রী বা আদেশের একটি প্রতিলিপি উক্ত ডিক্রী বা আদেশ যেদিন প্রদত্ত হইয়াছিল সেইদিন হইতে চার মাসের মধ্যে অথবা, যেক্ষেত্রে উহা আপীলযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে, যেদিন উহা চূড়ান্ত হয় সেইদিন হইতে চার মাসের মধ্যে উপস্থাপিত করা যাইবে।

[১][২৩ক। এই আইনে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য অনুজ্ঞাত কোন দস্তাবেজ, উহা উপস্থাপিত করিতে যথাযথরূপে ক্ষমতাপন্ন নহেন এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য কোন রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে এবং উহা রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ঐরূপ দস্তাবেজ অনুযায়ী দাবি করেন এরূপ কোন ব্যক্তি ঐরূপ দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণ অসিদ্ধ বলিয়া প্রথম অবগত হইবার পর চার মাসের মধ্যে, যে জেলায় ঐ দস্তাবেজ মূলতঃ রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল সেই জেলার রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য ভাগ ৬-এর বিধানাবলী অনুসারে ঐরূপ দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বা করাইতে পারিবেন ; এবং উহা উপস্থাপন করিতে যথাযথরূপে ক্ষমতাপন্ন নহেন এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া রেজিস্ট্রারের প্রতীতি হইবার পর তিনি উক্ত দস্তাবেজ পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য এইভাবে অগ্রসর হইবেন যেন উহা পূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত হয় নাই এবং যেন পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য ঐরূপ উপস্থাপন ভাগ ৪ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যেই রেজিস্ট্রিকরণের জন্য করা কোন উপস্থাপন ছিল, এবং দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত এই আইনের সকল বিধান ঐরূপ পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে ; এবং ঐরূপ দস্তাবেজ যদি এই ধারার বিধানাবলী অনুসারে যথাযথরূপে পুনঃরেজিস্ট্রিকৃত হয়, তাহা হইলে উহা মূল রেজিস্ট্রিকরণের তারিখ হইতে সকল প্রয়োজনে যথাযথরূপে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে ঃ কোন কোন দস্তাবেজের পুনঃ-রেজিস্ট্রিকরণ।

তবে, ১৯১৭-র সেপ্টেম্বরের দ্বাদশ দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি এই ধারা যে দস্তাবেজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তদনুযায়ী দাবি পেশ করেন, তিনি এই ধারা অনুসারে পুনঃরেজিস্ট্রি-করণের জন্য উহা উপস্থাপন করিতে বা করাইতে পারিবেন, ঐ দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণ যে অসিদ্ধ ছিল তাহা যে সময়েই তিনি প্রথম অবগত হউন না কেন।]

২৪। যেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একটি দস্তাবেজ নিষ্পাদিত করেন, সেক্ষেত্রে ঐরূপ দস্তাবেজ প্রত্যেক নিষ্পাদনের তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণ ও পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপন করা যাইবে। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিষ্পাদিত দস্তাবেজ।

---

[১] ১৯১৭-র ১৫ আইনের ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

যেক্ষেত্রে উপস্থাপনে বিলম্ব অনিবার্য সেক্ষেত্রে বিধান।

২৫। (১) যদি জরুরী প্রয়োজনে অথবা অনিবার্য দুর্ঘটনার কারণে [১][ভারতে] নিষ্পাদিত কোন দস্তাবেজ অথবা প্রদত্ত কোন ডিক্রী বা আদেশের প্রতিলিপি ইতিপূর্বে এতৎপক্ষে বিহিত সময়ের অবসান পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে রেজিস্ট্রার যেক্ষেত্রে উপস্থাপনে বিলম্ব চার মাসের অধিক নয় সেক্ষেত্রে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, যথাযথ রেজিস্ট্রি ফী'র অনধিক দশ গুণ পরিমাণ জরিমানা প্রদান করা হইলে, ঐরূপ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত, হইবে।

(২) ঐরূপ নির্দেশের জন্য কোন আবেদন কোন সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট করা যাইবে, যিনি উহা যে রেজিস্ট্রারের তিনি অধীন তাঁহার নিকট সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করিবেন।

ভারতের বাহিরে নিষ্পাদিত দস্তাবেজ।

২৬। যখন সকল বা কোন এক পক্ষ দ্বারা [১][ভারতের] বাহিরে নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত কোন দস্তাবেজ ইতিপূর্বে এতৎপক্ষে বিহিত সময়ের অবসান পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপন করা না হয়, তখন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে—

(ক) ঐ সাধনপত্র ঐরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছিল, এবং

(খ) উহা [১][ভারতে] পৌছানোর পর চার মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে,

তাহা হইলে যথাযথ রেজিস্ট্রি-ফী প্রদান করা হইলে তিনি ঐরূপ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উইল যেকোন সময়ে উপস্থাপন করা যাইবে বা জমা দেওয়া যাইবে।

২৭। কোন উইল অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত প্রণালীতে যেকোন সময়ে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপন করা যাইবে বা জমা দেওয়া যাইবে।

ভাগ ৫

রেজিস্ট্রিকরণের স্থান বিষয়ে

ভূমি সম্পর্কিত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের স্থান।

২৮। এই ভাগে অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ভিন্ন, ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ), (গ), [২][(ঘ) ও (ঙ) প্রকরণে এবং ১৭ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত প্রত্যেক দস্তাবেজ, উহা যতদুর পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে ততদুর পর্যন্ত] এবং ১৮ ধারার (ক), (খ), [৩][(গ) ও (গগ)] প্রকরণে উল্লিখিত প্রত্যেক দস্তাবেজ, রেজিস্ট্রিকরণের জন্য, এরূপ সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উপস্থাপন করিতে হইবে যাঁহার উপ-জেলার অভ্যন্তরে যে সম্পত্তির সহিত ঐরূপ দস্তাবেজ সম্বন্ধযুক্ত সেই সম্পত্তির সমগ্র বা কিয়দংশ অবস্থিত।

অন্যান্য দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের স্থান।

২৯। (১) [৪][২৮ ধারায় উল্লিখিত কোন দস্তাবেজ নয় অথবা কোন ডিক্রী বা আদেশের কোন প্রতিলিপি নয় এরূপ] প্রত্যেক দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য হয় যে সাব-রেজিস্ট্রারের উপ-জেলায় উক্ত দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হইয়াছিল তাঁহার কার্যালয়ে অথবা রাজ্য সরকারের অধীন অন্য যেকোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে, যেখানে ঐ দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী ও তদনুযায়ী দাবিকারী সকল ব্যক্তি উহা রেজিস্ট্রি করিতে ইচ্ছা করেন সেখানে, উপস্থাপন করা যাইবে।

(২) কোন ডিক্রী বা আদেশের কোন প্রতিলিপি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য, যে সাব-রেজিস্ট্রারের উপ-জেলায় মূল ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাঁহার কার্যালয়ে অথবা যেক্ষেত্রে ঐ ডিক্রী বা আদেশ স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে না সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অধীন অন্য যেকোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে যেখানে ঐ ডিক্রী বা আদেশ অনুযায়ী দাবিকারী সকল ব্যক্তি উক্ত প্রতিলিপি রেজিস্ট্রি করিতে ইচ্ছা করেন সেখানে উপস্থাপন করা যাইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকরণ।

৩০। (১) কোন রেজিস্ট্রার তাঁহার স্ববিবেচনায় এরূপ দস্তাবেজ গ্রহণ করিতে ও রেজিস্ট্রি করিতে পারিবেন যাহা তাঁহার অধস্তন কোন সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রি করিতে পারিতেন।

---

[১] ১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা "রাজ্যসমূহ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৪০-এর ৩৩ আইনের ৩ ধারার দ্বারা "এবং (ঘ)"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৪০-এর ৩৩ আইনের ৩ ধারা দ্বারা "এবং (গ)"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪] ১৯৪০-এর ৩২ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল ২ দ্বারা "২৮ ধারায় উল্লেখিত কোন দস্তাবেজ ভিন্ন এবং ডিক্রী বা আদেশের কোন প্রতিলিপি ভিন্ন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১]* * * * * * * * * * * *

৩১। সাধারণ ক্ষেত্রে, এই আইন অনুযায়ী দস্তাবেজসমূহের রেজিস্ট্রি বা জমা কেবল রেজিস্ট্রি করা বা জমা করার জন্য দস্তাবেজ গ্রহণ করিতে প্রাধিকৃত আধিকারিকের কার্যালয়েই করিতে হইবে ঃ ব্যক্তিগত বাসস্থানে রেজিস্ট্রি করা বা জমার জন্য গ্রহণ করা।

তবে, ঐরূপ আধিকারিক, বিশেষ কারণ দর্শানো হইলে, ঐরূপ কোন ব্যক্তি যিনি কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বা কোন উইল জমা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার বাসস্থানে রেজিস্ট্রি করার জন্য উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং ঐরূপ দস্তাবেজ বা উইল রেজিস্ট্রি বা জমার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভাগ ৬

রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দস্তাবেজ উপস্থাপন বিষয়ে

৩২। [২][৩১, ৮৮ ও ৮৯ ধারায়] উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যতীত এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করিতে হইবে এরূপ প্রত্যেক দস্তাবেজ, ঐরূপ রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক যাহাই হউক না কেন, যথোপযুক্ত রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে,— যেসকল ব্যক্তি দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করার জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ক) উক্ত দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী বা তদনুযায়ী দাবিকারী অথবা, কোন ডিক্রী বা আদেশের প্রতিলিপির ক্ষেত্রে, উক্ত ডিক্রী বা আদেশ অনুযায়ী দাবিকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা

(খ) ঐরূপ ব্যক্তির প্রতিনিধি অথবা নির্দেশিত ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা

(গ) ঐরূপ ব্যক্তি, প্রতিনিধি অথবা নির্দেশিত ব্যক্তির কোন এজেন্ট যিনি অতঃপর উল্লেখিত প্রণালীতে নিষ্পাদিত ও প্রমাণীকৃত আমমোক্তারনামা দ্বারা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত হইয়াছেন তৎকর্তৃক উপস্থাপিত হইবে।

[৩]**৩২ক**। ৩২ধারা অনুযায়ী যথোপযুক্ত রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে দস্তাবেজ উপস্থাপনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি দস্তাবেজে তাঁহার পাসপোর্ট-ফটো ও অঙ্গুলি-ছাপ সমৃদ্ধ করিবেন ; ফটো, ইত্যাদির বাধ্যতামূলক সম্বন্ধন।

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ দস্তাবেজ স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর সম্পর্কিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ দস্তাবেজে বর্ণিত ঐরূপ সম্পত্তির প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতারও পাসপোর্ট-ফটো ও অঙ্গুলি-ছাপ ঐ দস্তাবেজে সম্বদ্ধ করিতে হইবে।

৩৩। (১) ৩২ ধারার প্রয়োজনে একমাত্র নিম্নলিখিত আমমোক্তারনামাই স্বীকৃত হইবে, যথা ঃ— ৩২ ধারার প্রয়োজনে স্বীকার্য আমমোক্তারনামা।

(ক) প্রধান যদি আমমোক্তারনামা নিষ্পাদন করিবার কালে [৪][ভারতের] এরূপ কোন ভাগে বসবাস করেন যেখানে তৎসময়ে এই আইন বলবৎ আছে, তাহা হইলে যে রেজিস্ট্রারের বা সাব-রেজিস্ট্রারের জেলায় বা উপ-জেলায় উক্ত প্রধান বসবাস করেন, তাঁহার সমক্ষে নিষ্পাদিত ও তৎকর্তৃক প্রমাণীকৃত কোন আমমোক্তারনামা ;

(খ) প্রধান যদি পূর্বোক্ত সময়ে [৫][ভারতের এরূপ কোনও ভাগে বসবাস করেন যেখানে এই আইন বলবৎ নাই], তাহা হইলে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে নিষ্পাদিত ও তৎকর্তৃক প্রমাণীকৃত কোন আমমোক্তারনামা ;

(গ) প্রধান যদি পূর্বোক্ত সময়ে [৪][ভারতে] বসবাস না করেন, তাহা হইলে কোন নোটারি পাবলিক বা কোন আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, [৬][ভারতের] বাণিজ্য দূত বা উপ-বাণিজ্য দূত অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির [৭]* * * সমক্ষে নিষ্পাদিত ও তৎকর্তৃক প্রমাণীকৃত কোন আমমোক্তারনামা ঃ

---

[১] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ৪ ধারা দ্বারা মূল(২) উপধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[২] ১৯৪৮-এর ৩৯ আইনের ৩ ধারা দ্বারা "৩১ ধারা ও ৮৯ ধারা"-র স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] ১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা "রাজ্যসমূহ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫] ১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা "রাজ্যসমূহের অন্য যেকোন অংশে বসবাস করেন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬] অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা "ব্রিটিশ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭] অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা "অফ হিজ ম্যাজেস্টি" এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তবে, এই ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন আমমোক্তারনামা নিষ্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কোন রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে বা আদালতে উপস্থিত থাকিতে অনুজ্ঞাত করা যাইবে না, যথা :—

(i) যে সকল ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতার কারণে বিপদাশঙ্কা বা গুরুতর অসুবিধা ব্যতীত ঐরূপে উপস্থিত হইতে অসমর্থ ;

(ii) যে সকল ব্যক্তি দেওয়ানী বা ফৌজদারী প্রক্রিয়া অনুযায়ী জেলে আছেন ; এবং

(iii) যে সকল ব্যক্তি আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতি হইতে বিধিমতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

[১][*ব্যাখ্যা।*—এই উপধারায় "ভারত" বলিতে সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭-এর ৩ ধারার (২৮) প্রকরণে যথা-পরিভাষিত ভারত বুঝায়।] ১৮৯৭-এর ১০।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী, রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার বা ম্যাজিস্ট্রেটের যদি প্রতীতি হয় যে প্রধান বলিয়া তাৎপর্যিত ব্যক্তি কর্তৃক আমমোক্তারনামাটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কার্যালয়ে বা আদালতে ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপস্থিতি অনুজ্ঞাত না করিয়াই তিনি উহা প্রত্যায়িত করিতে পারিবেন।

(৩) নিষ্পাদন স্বেচ্ছাকৃত কি না সে সম্পর্কে সাক্ষ্য পাইবার জন্য রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার বা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং যে ব্যক্তি প্রধান বলিয়া তাৎপর্যিত তাঁহার গৃহে অথবা, তিনি যে জেলে পরিরুদ্ধ আছেন সেখানে যাইতে পারিবেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন অথবা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত কোন আমমোক্তারনামা, অতিরিক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে উহার উপস্থাপন দ্বারা প্রমাণিত করা যাইবে যদি আপাতদৃষ্টিতে এরূপ তাৎপর্যিত হয় যে উহা তৎপক্ষে ইতিপূর্বে উল্লিখিত ব্যক্তি বা আদালতের সমক্ষে নিষ্পাদিত ও তৎকর্তৃক প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

রেজিস্ট্রিকরণের পূর্বে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক অনুসন্ধান।

৩৪। (১) এই ভাগের এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন দস্তাবেজ এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা হইবে না, যদি না, ঐরূপ দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী ব্যক্তিগণ, অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা পূর্বোক্তরূপে প্রাধিকৃত এজেন্ট, রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের সমক্ষে ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য প্রদত্ত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হন :

তবে, জরুরী প্রয়োজন বা অপ্রতিরোধ্য দুর্ঘটনার কারণে ঐরূপ ব্যক্তিগণ যদি ঐরূপে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে রেজিস্ট্রার, যে সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বিলম্ব চার মাসের অধিক না হয় সেক্ষেত্রে, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে ২৫ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় কোন জরিমানা, যদি থাকে, তাহার সহিত যথাযথ রেজিস্ট্রি ফী-র অনধিক দশ গুণ পরিমাণ অতিরিক্ত জরিমানা প্রদান করা হইলে দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা যাইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী উপস্থিতি একই সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইতে পারিবে।

(৩) রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক তাহার পর—

(ক) অনুসন্ধান করিবেন যে ঐরূপ দস্তাবেজ যে ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় সেই ব্যক্তিগণ কর্তৃক উহা নিষ্পাদিত হইয়াছিল কি না ;

(খ) যে ব্যক্তিগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন এবং ঐ দস্তাবেজ তাঁহারা নিষ্পাদন করিয়াছেন ইহা বলিবেন সেই ব্যক্তিগণের পরিচয় সম্পর্কে নিজের প্রতীতি উৎপাদন করিবেন ; এবং

(গ) প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা এজেন্ট রূপে উপস্থিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তির ঐরূপে উপস্থিত হইবার অধিকার সম্পর্কে নিজের প্রতীতি উৎপাদন করিবেন।

(৪) (১) উপধারার অনুবিধি অনুযায়ী নির্দেশের জন্য কোন আবেদন, সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করা যাইবে যিনি, উহা, যে রেজিস্ট্রারের তিনি অধীন তাঁহার নিকট সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করিবেন।

(৫) এই ধারার কোন কিছুই ডিক্রী বা আদেশের প্রতিলিপির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

---

[১] ১৯৫১-র ৩ আইনের ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত

নিষ্পাদনের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি সম্পর্কে যথাক্রমে প্রক্রিয়া।

৩৫। (১) (ক) যদি দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী সকল ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের সমক্ষে উপস্থিত হন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার পরিচিত হন অথবা অন্যথা তাঁহার প্রতীতি হয় যে তাঁহারা নিজেদের যে পরিচয় প্রকাশ করেন তাঁহারা সেইরূপ ব্যক্তি এবং যদি তাঁহারা সকলেই উক্ত দস্তাবেজ নিষ্পাদন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন, অথবা

(খ) যদি, কোন প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা এজেন্টের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির উপস্থিত হইবার ক্ষেত্রে, ঐরূপ প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা এজেন্ট ঐরূপ নিষ্পাদন স্বীকার করেন, অথবা

(গ) যদি দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী ব্যক্তি মারা গিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি বা নির্দেশিত ব্যক্তি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের সমক্ষে উপস্থিত হন এবং ঐরূপ নিষ্পাদন স্বীকার করেন,

তাহা হইলে, রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ৫৮ হইতে ৬১ পর্যন্ত, সকল ধারায় যেরূপ নির্দেশিত হইয়াছে সেরূপ উক্ত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করিবেন।

(২) রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিগণ নিজেদের যে পরিচয় দেন তাঁহারা যে সেই ব্যক্তি তৎসম্পর্কে নিজের প্রতীতি উৎপাদন করিবার জন্য অথবা এই আইনে বিবেচিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাঁহার কার্যালয়ে উপস্থিত যেকোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) (ক) যদি কোন ব্যক্তি, যাঁহার দ্বারা দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় তিনি, উহার নিষ্পাদন অস্বীকার করেন, অথবা

(খ) যদি ঐরূপ কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট অপ্রাপ্তবয়স্ক, জড়বুদ্ধি বা পাগল বলিয়া প্রতীয়মান হন, অথবা

(গ) যদি কোন ব্যক্তি, যাঁহার দ্বারা দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় তিনি মারা গিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি বা নির্দেশিত ব্যক্তি উহার নিষ্পাদন অস্বীকার করেন,

তাহা হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক যে ব্যক্তি ঐরূপ অস্বীকার করেন, প্রতীয়মান হন বা মারা গিয়া থাকেন তৎসম্পর্কিত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করিতে অসম্মত হইবেন ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ আধিকারিক একজন রেজিস্ট্রার, সেক্ষেত্রে তিনি ভাগ ১২তে বিহিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন ঃ

[১][পরন্তু, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, প্রজ্ঞাপনে কথিত কোন সাব-রেজিস্ট্রার, যে দস্তাবেজসমূহের নিষ্পাদন অস্বীকার করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে, এই উপধারার ও ভাগ ১২-র প্রয়োজনে রেজিস্ট্রার বলিয়া গণ্য হইবেন]।

ভাগ ৭

নিষ্পাদক ও সাক্ষীর উপস্থিতি বলবৎকরণ বিষয়ে

যেক্ষেত্রে নিষ্পাদক বা সাক্ষীর উপস্থিতি বাঞ্ছিত হয় সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া।

৩৬। যদি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য কোন দস্তাবেজ উপস্থাপনকারী বা কোন দস্তাবেজ যাহা ঐরূপে উপস্থাপিত হইবার যোগ্য তদনুযায়ী দাবিকারী কোন ব্যক্তি এরূপ কোন ব্যক্তির উপস্থিতি যাচনা করেন যাঁহার উপস্থিতি বা পরিসাক্ষ্য ঐরূপ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য আবশ্যক, তাহা হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, স্ববিবেচনায়, এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ আধিকারিক বা আদালতকে একটি সমন নির্গমিত করিতে আহ্বান করিবেন যাহাতে তাঁহাকে ঐরূপ সমনে যেরূপ উল্লিখিত হইবে সেরূপ স্বয়ং অথবা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্টের মাধ্যমে এবং তন্মধ্যে কথিত সময়ে, রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে অনুজ্ঞাত করা হইবে।

আধিকারিক বা আদালত সমন নির্গমিত করিবেন ও উহা জারি করাইবেন।

৩৭। আধিকারিক বা আদালত ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রদেয় পিওনের ফী প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে সমন নির্গমিত করিবেন এবং যে ব্যক্তির উপস্থিতি ঐরূপে অনুজ্ঞাত হয় তাঁহার উপর উহা জারি করাইবেন।

রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে অব্যাহতি-প্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩৮। (১) (ক) যে ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতার কারণে বিপদাশঙ্কা বা গুরুতর অসুবিধা ব্যতীত রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে অসমর্থ তিনি, অথবা

(খ) যে ব্যক্তি দেওয়ানী বা ফৌজদারী প্রক্রিয়া অনুযায়ী জেলে আছেন তিনি, অথবা

---

[১] ১৯২৬-এর ১৩ আইনের ২ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

(গ) যে সকল ব্যক্তি আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতি হইতে বিধিমতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, এবং যাঁহারা অতঃপর ইহার অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী বিধান না থাকিলে রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে অনুজ্ঞাত হইতেন তাঁহারা

ঐরূপে উপস্থিত হইতে অনুজ্ঞাত হইবেন না।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিক স্বয়ং ঐরূপ ব্যক্তির গৃহে বা সেই ব্যক্তি যে জেলে পরিরুদ্ধ আছেন সেখানে যাইবেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবেন অথবা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করিবেন।

সমন, কমিশন ও সাক্ষী সম্পর্কিত বিধি।

৩৯। দেওয়ানী আদালতসমূহের সমক্ষে মোকদ্দমায় সমন ও কমিশন সম্পর্কে এবং সাক্ষীগণের হাজিরা বাধ্য করা ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ বিধি, পূর্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ, এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী নির্গমিত কোন সমনের বা প্রেরিত কোন কমিশনের ক্ষেত্রে এবং যে ব্যক্তিকে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারি করা হইয়াছে তাঁহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

ভাগ ৮

উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার উপস্থাপন বিষয়ে

উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার উপস্থাপন করিবার অধিকারী ব্যক্তি।

৪০। (১) উইলকারী অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে কোন উইল অনুযায়ী নিষ্পাদকরূপে বা অন্যথা দাবিকারী কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উহা কোন রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) কোন দত্তকগ্রহণের প্রাধিকারদাতা অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে উক্ত দত্তকগ্রহণের প্রাধিকারগ্রহীতা বা দত্তক পুত্র, রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উহা কোন রেজিস্ট্রার অথবা সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার রেজিস্ট্রিকরণ।

৪১। (১) কোন উইল অথবা দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার উইলকারী বা দাতা কর্তৃক রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত অন্য কোন দস্তাবেজের ন্যায় একই প্রণালীতে রেজিস্ট্রিকৃত হইবে।

(২) কোন উইল অথবা দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার উপস্থাপন করিবার অধিকারী অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত হইলে, যদি রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিকের প্রতীতি হয় যে—

(ক) ঐ উইল বা প্রাধিকার, ক্ষেত্রানুযায়ী, উইলকারী বা দাতা কর্তৃক নিষ্পাদিত হইয়াছিল ;

(খ) ঐ উইলকারী বা দাতা মারা গিয়াছেন ; এবং

(গ) ঐ উইল বা প্রাধিকার উপস্থাপনকারী ব্যক্তি, ৪০ ধারা অনুযায়ী, উহা উপস্থাপন করিবার অধিকারী,

তাহা হইলে উহা রেজিস্ট্রি করা হইবে।

ভাগ ৯

উইল জমা দেওয়া বিষয়ে

উইল জমা দেওয়া।

৪২। কোন উইলকারী তাঁহার উইল, ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্টের মাধ্যমে, একটি সীল করা খামে করিয়া উপরে উইলকারীর বা তাঁহার এজেন্টের (যদি থাকেন) নাম এবং দস্তাবেজের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিবরণ লিখিয়া কোন রেজিস্ট্রারের নিকট জমা দিতে পারিবেন।

উইল জমা দিবার পর প্রক্রিয়া।

৪৩। (১) ঐরূপ খাম পাইবার পর, রেজিস্ট্রারের যদি প্রতীতি হয় যে, যে ব্যক্তি উহা জমা দিবার জন্য উপস্থাপন করিতেছেন তিনি উইলকারী বা তাঁহার এজেন্ট, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ৫ নং রেজিস্ট্রি-বহিতে পূর্বোক্ত উপরিলিখন নকল করিবেন এবং ঐ একই বহিতে ও উক্ত খামের উপরে ঐরূপ উপস্থাপন ও প্রাপ্তির বৎসর, মাস, তারিখ ও সময় এবং উইলকারী অথবা এজেন্টের পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন এরূপ ব্যক্তিগণের নাম ও উক্ত খামে সীল করার পর যেরূপ স্পষ্ট লেখা থাকিতে পারে তাহা টুকিয়া রাখিবেন।

(২) রেজিস্ট্রার অতঃপর উক্ত সীল করা খাম তাঁহার অগ্নিনিরোধক বাক্সে স্থাপন করিবেন ও রাখিয়া দিবেন।

৪৪। যে উইলকারী ঐরূপ খাম জমা দিয়াছেন তিনি, যদি উহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে চাহেন তাহা হইলে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত এজেন্টের মাধ্যমে, যে রেজিস্ট্রার উহা জমা রাখিয়াছেন তাঁহার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং ঐ রেজিস্ট্রারের যদি প্রতীতি হয় যে আবেদনকারী বাস্তবিক পক্ষে উইলকারী অথবা তাঁহার এজেন্ট, তাহা হইলে তিনি তদনুসারে উক্ত খাম অর্পণ করিবেন। ৪২ ধারা অনুযায়ী জমা দেওয়া সীল করা খাম প্রত্যাহার করিয়া লওয়া।

৪৫। (১) ৪২ ধারা অনুযায়ী একটি সীল করা খাম জমা দিয়াছেন এরূপ কোন উইলকারীর মৃত্যুর পর যে রেজিস্ট্রার উহা জমা রাখিয়াছেন তাঁহার নিকট যদি উহা খুলিবার আবেদন করা হয় এবং রেজিস্ট্রারের যদি প্রতীতি হয় যে উইলকারী মারা গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীর উপস্থিতিতে ঐ খাম খুলিবেন এবং আবেদনকারীর খরচে তাঁহার ৩ নং বহিতে উহার অন্তর্বস্তুর প্রতিলিপি করাইবেন। জমাকারীর মৃত্যুর পর কার্যবাহ।

(২) ঐরূপ প্রতিলিপি করা হইয়া গেলে, রেজিস্ট্রার মূল উইলটি পুনরায় জমা রাখিবেন।

১৮৬৫-র ১০। ৪৬। (১) ইতিপূর্বে ইহার অন্তর্গত কোন কিছুই ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫-র
১৮৮১-র ৫। ২৫৯ ধারা বা প্রবেট অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৮১-র ৮১ ধারার বিধানাবলীকে বা, আদেশ দ্বারা কোন উইল উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিবার জন্য কোন আদালতের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করিবে না। কোন কোন অধিনিয়ম ও আদালতের ক্ষমতার ব্যাবৃত্তি।

(২) যখন ঐরূপ কোন আদেশ প্রদত্ত হয়, তখন যদি ইতিমধ্যে ৪৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত উইলের কোন প্রতিলিপি না করানো হইয়া থাকে তাহা হইলে, রেজিস্ট্রার উক্ত খাম খুলিবেন এবং তাঁহার ৩ নং বহিতে উইলটির প্রতিলিপি করাইবেন এবং ঐরূপ প্রতিলিপিতে এরূপ মন্তব্য লিখিবেন যে, মূল উইলটি পূর্বোক্ত আদেশ অনুসরণক্রমে আদালতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ভাগ ১০

রেজিস্ট্রিকরণের ও রেজিস্ট্রি না করণের ফল বিষয়ে

৪৭। কোন রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ সেই সময় হইতে সক্রিয় হইবে যে সময় হইতে উহার সক্রিয়তার প্রারম্ভ হইত যদি উহার কোন রেজিস্ট্রিকরণ অনুজ্ঞাত বা কৃত না হইয়া থাকিত, এবং উহার রেজিস্ট্রিকরণের সময় হইতে সক্রিয় হইবে না। রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ যে সময় হইতে সক্রিয় হইবে।

৪৮। উইলগত নহে এরূপ যে সকল দস্তাবেজ এই আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এবং স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক ঐরূপ কোন সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত সেগুলি ঐরূপ সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মৌখিক চুক্তি বা ঘোষণার বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে, যদি না সেক্ষেত্রে ঐ চুক্তি বা ঘোষণার সহিত বা তাহার পর দখল অর্পণ করা হয় এবং উহা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোন সিদ্ধ হস্তান্তরণ হয় ঃ সম্পত্তি সম্পর্কিত রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ কখন মৌখিক চুক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে।

১৮৮২-র ৪। তবে, ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২-র ৫৮ ধারায় যথা-পরিভাষিত স্বত্বদলিল জমা রাখিয়া কোন বন্ধক, পরবর্তীকালে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত যে বন্ধকদলিল নিষ্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হয়, তাঁহার বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে।

৪৯। কোনও দস্তাবেজ যাহা ১৭ ধারা দ্বারা বা ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২-র যে কোন বিধান দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয়, যদি না রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে— রেজিস্ট্রিকৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি না করণের ফল।

(ক) উহার অন্তর্ভুক্ত কোন স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করিবে না, অথবা

(খ) দত্তক গ্রহণ করিবার কোন ক্ষমতা অর্পণ করিবে না, অথবা

(গ) ঐরূপ সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে বা ঐরূপ কোনও ক্ষমতা অর্পণ করে এরূপ কোন লেনদেনের সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে না ঃ

[1][তবে, কোন অ-রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ যাহা স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিত করে এবং এই আইন বা ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২, দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত ১৮৮২-র ৪।
হয়, তা বিনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর অধ্যায় ২ অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট কার্যপালনের ১৮৭৭-এর ১।
জন্য কোন মোকদ্দমায় কোন সংবিদার সাক্ষ্য রূপে [2]* * * * * * অথবা কোন রেজিস্ট্রিকৃত সাধনপত্র দ্বারা কার্যকর হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয় না এরূপ কোন সাংপার্শ্বিক লেনদেনের সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইতে পারিবে]।

ভূমি সম্পর্কিত কোন কোন রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ অ-রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজসমূহের বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে।

৫০। (১) ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) প্রকরণে, এবং ১৮ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে উল্লিখিত প্রকারের প্রত্যেক দস্তাবেজ, যদি যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হয় তাহা হইলে, উহার অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে, ঐ একই সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রত্যেক অ-রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ যাহা কোন ডিক্রী বা আদেশ নহে তাহার বিরুদ্ধে, ঐ অ-রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজের অনুরূপ প্রকৃতির হউক বা না হউক, কার্যকর হইবে।

(২) (১) উপধারার কোন কিছুই ১৭ ধারার (১) উপধারার অনুবিধি অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত পাট্টাসমূহের ক্ষেত্রে বা ঐ একই ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত কোন দস্তাবেজের ক্ষেত্রে অথবা কোন রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ যাহার এই আইনের প্রারম্ভে বলবৎ বিধি অনুযায়ী অগ্রাধিকার ছিল না তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে সকল ক্ষেত্রে ১৮৬৪-র ১৬ নং আইন বা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৬৬ ১৮৬৬-র ২০।
যে স্থানে বা যে সময়ে ঐরূপ অ-রেজিস্ট্রিকৃত দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হইয়াছিল, সেই স্থানে ও সেই সময়ে বলবৎ ছিল, সেসকল ক্ষেত্রে "অ-রেজিস্ট্রিকৃত" বলিতে বুঝায় ঐরূপ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত নহে এবং যেক্ষেত্রে ঐ দস্তাবেজ ১৮৭১-এর জুলাইয়ের প্রথম দিনের পরে নিষ্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে ১৮৭১-এর ৮।
ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৭১ বা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৭৭ বা এই আইন অনুযায়ী ১৮৭৭-এর ৩।
রেজিস্ট্রিকৃত নহে।

ভাগ ১১

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের কর্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ে

(ক) রেজিস্ট্রি বহি ও অনুক্রমণিকা সম্পর্কে

রেজিস্ট্রি বহি বিভিন্ন কার্যালয়ে রাখিতে হইবে।

৫১। (১) নিম্নলিখিত বহিসমূহ অতঃপর বর্ণিত বিভিন্ন কার্যালয়ে রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

ক - সকল রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে—

বহি ১, "স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইলগত নহে এরূপ দস্তাবেজের রেজিস্ট্রার" ;

বহি ২, "রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবার কারণসমূহের অভিলেখ" ;

বহি ৩, "উইল এবং দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারের রেজিস্ট্রার" ; এবং

বহি ৪, "বিবিধ রেজিস্ট্রার"।

খ - রেজিস্ট্রারগণের কার্যালয়ে—

বহি ৫, "উইল জমার রেজিস্ট্রার"।

(২) বহি ১- এ ১৭, ১৮ ও ৮৯ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত সকল দস্তাবেজ বা স্মারকলিপি যাহা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত এবং যাহা উইল নহে তাহা প্রবিষ্ট বা নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) বহি ৪-এ, ১৮ ধারার (ঘ) ও (চ) প্রকরণ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত সকল দস্তাবেজ যাহা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত নহে তাহা প্রবিষ্ট করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার কোন কিছুই ঐ সকল বহির একাধিক সেট রাখা অনুজ্ঞাত করে বলিয়া গণ্য হইবে না যেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের কার্যালয় কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সহিত সম্মিলিত করা হইয়াছে।

[1] ১৯২৯-এর ২১ আইনের ১০ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

[2] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ৬ ধারা দ্বারা "বা ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২-র ৫৩ক ধারার প্রয়োজনে কোন সংবিদার আংশিক কার্যপালনের সাক্ষ্যরূপে" এই শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষর বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৫২। (১) (ক) রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দস্তাবেজ উপস্থাপনকালে দস্তাবেজ উপস্থাপনের তারিখ, সময় ও স্থান [1][, ৩২ক ধারা অনুযায়ী সম্বদ্ধ ফটো ও অঙ্গুলিছাপ] এবং উপস্থাপনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর ঐরূপ প্রত্যেক দস্তাবেজের উপর পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবে ; — দস্তাবেজ উপস্থাপিত হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের কর্তব্য।

(খ) রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক দস্তাবেজ উপস্থাপনকারী ব্যক্তিকে ঐরূপ দস্তাবেজের জন্য রসিদ প্রদান করিবেন ; এবং

(গ) ৬২ ধারায় অন্তর্ভূত বিধানাবলী সাপেক্ষে, রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত প্রত্যেক দস্তাবেজের তজ্জন্য সুনির্দিষ্ট বহিতে উহার গ্রহণের ক্রম অনুসারে অনাবশ্যক বিলম্ব ব্যতিরেকে প্রতিলিপি করাইতে হইবে।

(২) ঐরূপ সকল বহি, মহাপরিদর্শক কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ সময়ান্তরে এবং সেরূপ প্রণালীতে প্রমাণীকৃত হইবে।

৫৩। প্রত্যেক বহিতে সকল প্রবিষ্টি ক্রমান্বয়ী ধারায় সংখ্যাত হইবে যে ধারার প্রারম্ভ এবং সমাপ্তি বৎসরের সহিত হইবে এবং নূতন ধারার প্রারম্ভ প্রত্যেক বৎসরের শুরুতে হইবে। — প্রবিষ্টিসমূহ ক্রমান্বয়ে সংখ্যাত হইবে।

৫৪। প্রত্যেক কার্যালয়ে, যেখানে ইতিপূর্বে উল্লিখিত বহিসমূহের যে কোনটি রাখা হয়, সেখানে ঐ সকল বহির বিষয়বস্তুর চলতি অনুক্রমণিকা প্রস্তুত করিতে হইবে ; এবং ঐরূপ অনুক্রমণিকার মধ্যে প্রত্যেক প্রবিষ্টি, যতদূর কার্যত সম্ভব, রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিককে ঐ প্রবিষ্টির সহিত যে দস্তাবেজ সম্পর্কিত তাহার প্রতিলিপি করাইবার বা তাহার স্মারকলিপি নথিভুক্ত করিবার অব্যবহিত পরে করিতে হইবে। — চলতি অনুক্রমণিকা এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্টিসমূহ।

৫৫। (১) ঐরূপ চারটি অনুক্রমণিকা সকল রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহাদের নাম যথাক্রমে অনুক্রমণিকা নং ১, অনুক্রমণিকা নং ২, অনুক্রমণিকা নং ৩ এবং অনুক্রমণিকা নং ৪ হইবে। — রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক প্রস্তুতকরণীয় অনুক্রমণিকা ও তাহার বিষয়বস্তু।

(২) অনুক্রমণিকা নং ১-এ, বহি নং ১-এ প্রবিষ্ট প্রত্যেক দস্তাবেজ বা নথিভুক্ত প্রত্যেক স্মারকলিপির নিষ্পাদক এবং ঐ দস্তাবেজ বা স্মারকলিপি অনুযায়ী দাবিকারী সকল ব্যক্তির নাম ও অভিবর্ণন অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) অনুক্রমণিকা নং ২-এ ঐরূপ প্রত্যেক দস্তাবেজ বা স্মারকলিপি সম্পর্কে ২১ ধারায় উল্লিখিত সেরূপ বিবরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে যেরূপ মহাপরিদর্শক তৎপক্ষে, সময়ে সময়ে নির্দেশ দিবেন।

(৪) অনুক্রমণিকা নং ৩-এ, বহি নং ৩-এ প্রবিষ্ট প্রত্যেক উইল ও প্রাধিকার নিষ্পাদক সকল ব্যক্তির এবং ঐ উইল ও প্রাধিকারের অধীনে যথাক্রমে নিযুক্ত ও ব্যক্তির নাম ও অভিবর্ণন এবং উইলকারী বা দাতার মৃত্যুর পরে (কিন্তু পূর্বে নহে) উক্ত উইল ও প্রাধিকার অনুযায়ী দাবিকারী সকল ব্যক্তির নাম ও অভিবর্ণন অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৫) অনুক্রমণিকা নং ৪-এ, বহি নং ৪-এ প্রবিষ্ট প্রত্যেক দস্তাবেজ নিষ্পাদক সকল ব্যক্তির এবং ঐ দস্তাবেজ অনুযায়ী দাবিকারী সকল ব্যক্তির নাম ও অভিবর্ণন অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক অনুক্রমণিকায় এরূপ অন্যান্য বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উহা এরূপ ফরমে প্রস্তুত করা হইবে যেরূপ মহাপরিদর্শক, সময়ে সময়ে, নির্দেশ দিবেন।

৫৬। [অনুক্রমণিকা নং ১, ২ এবং ৩-এর প্রবিষ্টিসমূহের প্রতিলিপি সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরিত হইবে ও নথিভুক্ত হইবে।]—ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ (সংশোধন) আইন, ১৯২৯-এর ২ ধারা দ্বারা নিরসিত। — ১৯২৯-এর ১৫।

৫৭। (১) তৎপক্ষে প্রদেয় ফী পূর্বে প্রদান করা সাপেক্ষে, বহি নং ১ ও ২, এবং বহি নং ১ সম্পর্কিত অনুক্রমণিকাসমূহ পরিদর্শনের জন্য আবেদনকারী যে কোন ব্যক্তির নিকট পরিদর্শনের জন্য সকল সময়ে উন্মুক্ত থাকিবে ; এবং ৬২ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, ঐরূপ সকল বহিতে প্রবিষ্টিসমূহের প্রতিলিপি ঐরূপ প্রতিলিপিসমূহের জন্য আবেদনকারী সকল ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে। — রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণ কোন কোন বহি ও অনুক্রমণিকা পরিদর্শনের অনুমতি দিবেন এবং প্রবিষ্টিসমূহের শংসিত প্রতিলিপি প্রদান করিবেন।

(২) ঐ একই বিধানাবলী সাপেক্ষে, বহি নং ৩-এ এবং তৎসম্পর্কিত অনুক্রমণিকায় প্রবিষ্টিসমূহের প্রতিলিপি যে সকল দস্তাবেজের সহিত ঐরূপ প্রবিষ্টিসমূহ সম্পর্কিত সে সকল দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী ব্যক্তিগণকে বা তাঁহাদের এজেন্টদের এবং নিষ্পাদকগণের মৃত্যুর পরে (কিন্তু পূর্বে নহে) ঐরূপ প্রতিলিপিসমূহের জন্য আবেদনকারী যেকোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

---

[1] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৩) ঐ একই বিধানাবলী সাপেক্ষে, বহি নং ৪-এ এবং তৎসম্পর্কিত অনুক্রমণিকায় প্রবিষ্টিসমূহের প্রতিলিপি, ঐরূপ প্রবিষ্টিসমূহ যথাক্রমে যে সকল দস্তাবেজের উল্লেখ করে সে সকল দস্তাবেজের নিষ্পাদক অথবা তদনুযায়ী দাবিকারী যেকোন ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী বহি নং ৩ ও ৪-এ প্রবিষ্টিসমূহের জন্য আবশ্যক সন্ধান কেবল রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক কৃত হইবে।

(৫) এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত সকল প্রতিলিপি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরাংকিত হইবে এবং মূল দস্তাবেজসমূহের বিষয়বস্তু প্রমাণের প্রয়োজনে গ্রহণীয় হইবে।

(খ) রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করিবার পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পর্কে

রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত দস্তাবেজের উপর যেসকল বিশেষ বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবে।

৫৮। (১) কোন ডিক্রী বা আদেশের কোন প্রতিলিপি অথবা ৮৯ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট প্রেরিত কোন প্রতিলিপি ভিন্ন, অন্য যে দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত হয় সেরূপ প্রত্যেক দস্তাবেজের উপর, সময়ে সময়ে, নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ঐ দস্তাবেজের নিষ্পাদন স্বীকার করেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর ও অভিবর্ণন এবং যদি ঐরূপ নিষ্পাদন কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা এজেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা এজেন্টের স্বাক্ষর ও অভিবর্ণন ;

(খ) ঐরূপ দস্তাবেজ সম্পর্কে এই আইনের বিধানাবলীর যে কোনটি অনুযায়ী পরীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর ও অভিবর্ণন ; এবং

(গ) ঐ দস্তাবেজের নিষ্পাদন সম্পর্কে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের উপস্থিতিতে কৃত কোন অর্থপ্রদান বা দ্রব্য অর্পণ এবং ঐরূপ নিষ্পাদন সম্পর্কে তাঁহার উপস্থিতিতে কৃত সমগ্র বা আংশিক প্রতিদান প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দস্তাবেজের নিষ্পাদন স্বীকার করিয়া উহা পৃষ্ঠাঙ্কিত করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক তৎসত্ত্বেও উহা রেজিস্ট্রি করিবেন, কিন্তু একই সঙ্গে ঐরূপ অস্বীকৃতিসূচক মন্তব্য পৃষ্ঠাঙ্কিত করিবেন।

পৃষ্ঠাঙ্কন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক দিনাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত হইবে।

৫৯। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ঐ একই দস্তাবেজ সম্পর্কিত এবং ঐ একই দিনে তাঁহার উপস্থিতিতে ৫২ ও ৫৮ ধারা অনুযায়ী কৃত সকল পৃষ্ঠাঙ্কন দিনাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত করিবেন।

রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র।

৬০। (১) ৩৪, ৩৫, ৫৮ ও ৫৯ ধারায় যে সকল বিধান রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত কোন দস্তাবেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, সেই সকল বিধান পালিত হইবার পর, রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক উক্ত দস্তাবেজের উপর "রেজিস্ট্রিকৃত" শব্দ সংকলিত একটি শংসাপত্র, তৎসহ যে বহিতে ঐ দস্তাবেজের প্রতিলিপি করা হইয়াছে তাহার নম্বর ও সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্কিত করিবেন।

(২) ঐরূপ শংসাপত্র রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত, সীলমোহরাংকিত ও দিনাঙ্কিত হইবে এবং তাহার পর ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রহণীয় হইবে যে, ঐ দস্তাবেজ এই আইন দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে এবং ৫৯ ধারার উল্লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহে বর্ণিত তথ্য তথায় বর্ণিতরূপেই রহিয়াছে।

পৃষ্ঠাঙ্কন ও শংসাপত্র প্রতিলিপিত হইবে এবং দস্তাবেজ ফিরত দিতে হইবে।

৬১। (১) ৫৯ ও ৬০ ধারায় উল্লিখিত ও বর্ণিত পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ ও শংসাপত্র তাহার পর রেজিস্ট্রিবহির উপান্তে প্রতিলিপিত হইবে এবং ২১ ধারায় বর্ণিত মানচিত্র বা নকশার (যদি কোন থাকে) প্রতিলিপি বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(২) ঐ দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণ তাহার পর সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তখন ঐ দস্তাবেজ, যে ব্যক্তি উহা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তিকে অথবা ৫২ ধারায় বর্ণিত রসিদে অন্য যে ব্যক্তিকে (যদি কেহ থাকেন) তিনি তৎপক্ষে লিখিতভাবে মনোনীত করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে ফিরত দিতে হইবে।

৬২। (১) যখন কোন দস্তাবেজ ১৯ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত হয়, তখন উহার অনুবাদ মূল পুস্তকে দস্তাবেজসমূহের রেজিস্ট্রারে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং ১৯ ধারায় উল্লিখিত প্রতিলিপিসহ রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে নথিভুক্ত করিতে হইবে।

যেখানে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের অজানা সেই ভাষার দস্তাবেজ উপস্থাপনের পরবর্তী প্রক্রিয়া।

(২) ৫৯ ও ৬০ ধারায় যথাক্রমে বর্ণিত পৃষ্ঠাংকনসমূহ ও শংসাপত্র মূল দস্তাবেজের উপর লিখিত হইবে এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ ধারা দ্বারা অনুজ্ঞাত প্রতিলিপিসমূহ ও স্মারকলিপি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে ঐ অনুবাদ যেন মূল অনুবাদ এইভাবে ধরিয়া লইতে হইবে।

৬৩। (১) প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত যেকোন ব্যক্তিকে, স্ববিবেচনায়, শপথ গ্রহণ করাইতে পারিবেন।

শপথ গ্রহণ করাইবার এবং বিবৃতিসমূহের সারাংশ অভিলিখিত করিবার ক্ষমতা।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক আধিকারিক, স্ববিবেচনায়, ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির সারাংশের একটি টীকাও অভিলিখিত করিতে পারিবেন এবং ঐ বিবৃতি ঐ ব্যক্তিকে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে অথবা (যদি ঐ বিবৃতি এরূপ কোন ভাষায় হয় যাহার সহিত ঐ ব্যক্তি পরিচিত নহেন) যে ভাষার সহিত তিনি পরিচিত সেই ভাষায় তাহার নিকট ভাষান্তর করিয়া দিতে হইবে, এবং যদি তিনি ঐরূপ টীকার সঠিকতা স্বীকার করেন তাহা হইলে উহা রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) ঐরূপে স্বাক্ষরিত ঐরূপ প্রত্যেক টীকা ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজনে গ্রহণীয় হইবে যে উহাতে অভিলিখিত বিবৃতিসমূহ সেই ব্যক্তিগণ কর্তৃক এবং সেই পরিস্থিতিতে প্রদত্ত হইয়াছিল যাহা উহাতে বিবৃত আছে।

(গ) সাব-রেজিস্ট্রারের বিশেষ কর্তব্য

৬৪। প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার তাঁহার নিজের উপ-জেলায় সমগ্রত অবস্থিত নহে এরূপ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত যে দস্তাবেজ উইলগত নহে সেই দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের পর, ঐ দস্তাবেজ এবং উহার উপরে পৃষ্ঠাংকনসমূহ এবং শংসাপত্রের (যদি কোন থাকে) একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং যে রেজিস্ট্রারের অধীন সেই একই রেজিস্ট্রারের অধীন অন্য যে সাব-রেজিস্ট্রারের উপ-জেলায় ঐরূপ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত, সেরূপ প্রত্যেক অন্য সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উহা প্রেরণ করিবেন এবং ঐ সাব-রেজিস্ট্রার ঐ স্মারকলিপি তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

যেক্ষেত্রে দস্তাবেজ বিভিন্ন উপ-জেলায় অবস্থিত ভূমি সম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া।

৬৫। (১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার, একাধিক জেলায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত যে দস্তাবেজ উইলগত নহে সেই দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের পর, ঐ দস্তাবেজের এবং উহার উপরে পৃষ্ঠাংকন ও শংসাপত্রের (যদি কোন থাকে) একটি প্রতিলিপি এবং তৎসহ ২১ ধারায় বর্ণিত মানচিত্র বা নক্‌শার (যদি কোন থাকে) একটি প্রতিলিপি, যে জেলায় তাঁহার নিজের উপ-জেলা অবস্থিত সেই জেলা ভিন্ন অন্য যে জেলায় ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত, সেরূপ প্রত্যেক জেলার রেজিস্ট্রারের নিকটও অগ্রেষিত করিবেন।

যেক্ষেত্রে দস্তাবেজ বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ভূমি সম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া।

(২) রেজিস্ট্রার উহা পাইবার পর ঐ দস্তাবেজের প্রতিলিপি এবং মানচিত্র বা নক্‌শার (যদি কোন থাকে) প্রতিলিপি তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন এবং ঐ দস্তাবেজের একটি স্মারকলিপি, তাঁহার অধীন যে সাব-রেজিস্ট্রারগণের উপ-জেলায় ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অগ্রেষিত করিবেন ; এবং ঐরূপ স্মারকলিপির প্রাপক প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার, উহা তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

(ঘ) রেজিস্ট্রারের বিশেষ কর্তব্য

৬৬। (১) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত যে দস্তাবেজ উইলগত নহে সেই দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের পর, রেজিস্ট্রার ঐ দস্তাবেজের একটি স্মারকলিপি তাঁহার অধীন যে সাব-রেজিস্ট্রারের উপ-জেলায় ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত সেরূপ প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট অগ্রেষিত করিবেন।

ভূমি সম্পর্কিত দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের পরবর্তী প্রক্রিয়া।

(২) রেজিস্ট্রার ঐ দস্তাবেজের একটি প্রতিলিপি এবং তৎসহ ২১ ধারায় বর্ণিত মানচিত্র বা নক্‌শার (যদি কোন থাকে) একটি প্রতিলিপি যে রেজিস্ট্রারের জেলায় ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত সেরূপ প্রত্যেক রেজিস্ট্রারের নিকটও অগ্রেষিত করিবেন।

(৩) ঐরূপ রেজিস্ট্রার এরূপ কোন প্রতিলিপি পাইবার পর উহা তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন এবং তদুপরি ঐ প্রতিলিপির একটি স্মারকলিপি তাঁহার অধীন যে সাব-রেজিস্ট্রারগণের উপ-জেলায় ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী কোন স্মারকলিপির প্রাপক প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার উহা তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

[১]* * * * * * * * * * * * * * * * *

(ঙ) রেজিস্ট্রার এবং মহাপরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিষয়ে

রেজিস্ট্রারের সাব-রেজিস্ট্রারগণের উপর অধীক্ষণের ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

৬৮। (১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার, যে রেজিস্ট্রারের জেলায় ঐ সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় অবস্থিত সেই রেজিস্ট্রারের অধীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে, তাঁহার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(২) প্রত্যেক রেজিস্ট্রারের এই আইনের সহিত সমঞ্জস কোন আদেশ প্রদান করিবার (কোন নালিশের ভিত্তিতেই হউক বা অন্যথা) প্রাধিকার থাকিবে যাহা তিনি তাঁহার অধীন কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্য বা অকৃতি সম্পর্কে অথবা যে বহিতে বা কার্যালয়ে কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে সেই বহি বা কার্যালয় সংক্রান্ত কোন ভুল শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

মহাপরিদর্শকের রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ের উপর অধীক্ষণের এবং নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৬৯। (১) মহাপরিদর্শক রাজ্য সরকারের অধীন রাজ্যক্ষেত্রসমূহে অবস্থিত সকল রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ের উপর সাধারণ অধীক্ষণ প্রয়োগ করিবেন এবং তাঁহার সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনের সহিত সমঞ্জস নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) বহিসমূহ, কাগজপত্র এবং দস্তাবেজসমূহের নিরাপদ অভিরক্ষার জন্য [২]* * * ব্যবস্থা করা ;

[৩](কক) বহিসমূহ ১৬ক ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কম্প্যুটার ফ্লপি বা ডিস্কেটে বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন প্রকারে যে প্রণালীতে ও যে রক্ষাবন্ধ সাপেক্ষে রক্ষণ করা যাইতে পারিবে তাহার ব্যবস্থা করা;

(খ) কোন্ কোন্ ভাষা সাধারণত প্রত্যেক জেলায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া গণ্য হইবে তাহা ঘোষণা করা ;

(গ) ২১ ধারা অনুযায়ী কোন্ কোন্ রাজ্যক্ষেত্রাধীন বিভাগ স্বীকৃত হইবে তাহা ঘোষণা করা ;

(ঘ) যথাক্রমে ২৫ ও ৩৪ ধারা অনুযায়ী আরোপিত জরিমানার অর্থপরিমাণ প্রনিয়ন্ত্রণ করা ;

(ঙ) রেজিস্ট্রিকরণে ৬৩ ধারা দ্বারা প্রদত্ত স্ববিবেচনার প্রয়োগ প্রনিয়ন্ত্রণ করা ;

(চ) রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণ যে ফরমে দস্তাবেজসমূহের স্মারকলিপি প্রস্তুত করিবেন তাহা প্রনিয়ন্ত্রণ করা ;

(ছ) ৫১ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক তাঁহাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে রক্ষিত বহিগুলির প্রমাণীকরণ প্রনিয়ন্ত্রণ করা ;

[৪][(ছছ) ৮৮ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত সাধনপত্রসমূহ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য কোন্ প্রণালীতে উপস্থাপিত হইবে তাহা প্রনিয়ন্ত্রণ করা] ;

(জ) যে সকল বিশেষ বিবরণ যথাক্রমে অনুক্রমণিকা নং ১, ২, ৩ ও ৪-এ অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা ঘোষণা করা ;

(ঝ) রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে যে সকল ছুটির দিন পালিত হইবে তাহা ঘোষণা করা ; এবং

(ঞ) সাধারণভাবে রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারের কার্যাবলী প্রনিয়ন্ত্রণ করা।

---

[১] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ৮ ধারা দ্বারা মূল ৬৭ ধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[২] ১৯১৭-র ৫ আইনের ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা "এবং যে সকল বহি, কাগজপত্র ও দস্তাবেজ আর রাখিবার প্রয়োজন নাই সেগুলি বিনষ্ট করিবার জন্য" এই শব্দসমূহ নিরসিত।

[৩] ২০০১-এর ৪৮ আইনের ৯ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] ১৯৪৮-এর ৩৯ আইনের ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২) ঐরূপে প্রণীত নিয়মাবলী রাজ্য সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত হইবার পর তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশনার পর ঐ সকল নিয়ম যেন এই আইনের বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এইভাবে কার্যকর হইবে।

৭০। মহাপরিদর্শক, তদুপরি তাঁহার স্ববিবেচনার প্রয়োগে, ২৫ ধারা বা ৩৪ ধারা অনুযায়ী উদ্‌গৃহীত কোন জরিমানা এবং রেজিস্ট্রিকরণ 'ফী'র যথাযথ অর্থপরিমাণের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণত বা অংশত মকুব করিতে পারিবেন। মহাপরিদর্শকের জরিমানা মকুব করিবার ক্ষমতা।

ভাগ ১২

রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করা বিষয়ে

৭১। (১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার যিনি কোন দস্তাবেজ, ঐ দস্তাবেজ যে সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা তাঁহার উপ-জেলার মধ্যে অবস্থিত নহে কেবল এই হেতুতে ব্যতীত, রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন তিনি অস্বীকৃতিসূচক আদেশ প্রদান করিবেন এবং তাঁহার ঐরূপ আদেশের কারণসমূহ তাঁহার বহি নং ২-এ অভিলিখিত করিবেন ও ঐ দস্তাবেজের উপরে "রেজিস্ট্রিকরণ অস্বীকৃত" এই শব্দসমূহ পৃষ্ঠাঙ্কিত করিবেন ; এবং, ঐ দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী বা ঐ দস্তাবেজ অনুযায়ী দাবিকারী কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে, ঐরূপে অভিলিখিত কারণসমূহের একটি প্রতিলিপি, অর্থপ্রদান ব্যতিরেকে ও অনাবশ্যক বিলম্ব ব্যতিরেকে, তাঁহাকে প্রদান করিবেন। রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করার কারণ অভিলিখিত হইবে।

(২) কোনও রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ঐরূপে পৃষ্ঠাঙ্কিত কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করিবেন না যদি না ও যতক্ষণ না অতঃপর ইহাতে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী অনুযায়ী দস্তাবেজটি রেজিস্ট্রিকৃত হইবার জন্য নির্দেশিত হয়।

৭২। (১) সেক্ষেত্রে নিষ্পাদন অস্বীকার করার হেতুতে রেজিস্ট্রি করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয় যেক্ষেত্রে ব্যতীত, কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ (ঐ দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণ আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক যাহাই হউক) করিতে অস্বীকার করার আদেশের বিরুদ্ধে, ঐ সাব-রেজিস্ট্রার যে রেজিস্ট্রারের অধীন সেই রেজিস্ট্রারের নিকট, আপীল করা চলিবে যদি তাহা ঐরূপ রেজিস্ট্রারের নিকট ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উপস্থাপিত হয় ; এবং রেজিস্ট্রার ঐরূপ আদেশ প্রতিবর্তিত বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন। নিষ্পাদন অস্বীকার করা ভিন্ন অন্য হেতুতে সাব-রেজিস্ট্রারের রেজিস্ট্রিকরণে অসম্মতিজ্ঞাপক আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রারের নিকট আপীল।

(২) যদি রেজিস্ট্রারের আদেশ দস্তাবেজটি রেজিস্ট্রি করিবার নির্দেশ দেয় এবং ঐরূপ আদেশ প্রদানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি দস্তাবেজটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে সাব-রেজিস্ট্রার ঐ আদেশ মান্য করিবেন এবং তাহার পর, যতদূর কার্যত সম্ভব, ৫৮, ৫৯ ও ৬০ ধারায় বিহিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন ; এবং ঐ রেজিস্ট্রিকরণ এইভাবে কার্যকর হইবে যেন দস্তাবেজটি তখনই রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া গিয়াছিল যখন উহা প্রথমে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত হইয়াছিল।

৭৩। (১) যখন কোন সাব-রেজিস্ট্রার কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করিতে এই হেতুতে অসম্মত হইয়াছেন যে, যে ব্যক্তির দ্বারা উহা নিষ্পাদিত বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, অথবা তাঁহার প্রতিনিধি বা নির্দেশিত ব্যক্তি উহা নিষ্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, তখন ঐ দস্তাবেজ অনুযায়ী দাবিকারী কোন ব্যক্তি বা তাঁহার প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা পূর্বোক্ত রূপে প্রাধিকৃত এজেন্ট, অসম্মতিজ্ঞাপক আদেশ প্রদানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐরূপ সাব-রেজিস্ট্রার যে রেজিস্ট্রারের অধীন তাঁহার নিকট ঐ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। যেক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার নিষ্পাদন অস্বীকার করার হেতুতে রেজিস্ট্রি করিতে অসম্মত হন সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন।

(২) ঐরূপ আবেদন লিখিতভাবে করিতে হইবে ও তাহার সহিত ৭১ ধারা অনুযায়ী অভিলিখিত কারণসমূহের একটি প্রতিলিপি দিতে হইবে এবং আবেদনের বিবৃতিসমূহ আরজি সত্যাখ্যানের জন্য বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত প্রণালীতে আবেদনকারী কর্তৃক সত্যাখ্যাত হইবে।

ঐরূপ আবেদন করা হইলে রেজিস্ট্রারের প্রক্রিয়া।

৭৪। ঐরূপ ক্ষেত্রে, এবং তদুপরি যেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত কোন দস্তাবেজ সম্পর্কে তাঁহার সমক্ষে যথা পূর্বোক্তরূপ অস্বীকার করা হয় সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার, সুবিধামত যতশীঘ্র সম্ভব অনুসন্ধান করিবেন যে—

(ক) দস্তাবেজটি নিষ্পাদিত হইয়াছে কি না ;

(খ) ক্ষেত্রানুযায়ী, আবেদনকারীর পক্ষে, বা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দস্তাবেজ উপস্থাপনাকারী ব্যক্তির পক্ষে তৎসময়ে বলবৎ বিধির অনুজ্ঞাসমূহ যাহাতে ঐ দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকৃত হইবার অধিকারী হয় তদুদ্দেশ্যে পালিত হইয়াছে কি না।

রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রি করিবার জন্য প্রদত্ত আদেশ ও তৎপরবর্তী প্রক্রিয়া।

৭৫। (১) যদি রেজিস্ট্রার দেখেন যে দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হইয়াছে ও উক্ত অনুজ্ঞাসমূহ পালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি দস্তাবেজটি রেজিস্ট্রি করিতে হইবে বলিয়া আদেশ দিবেন।

(২) যদি দস্তাবেজটি ঐরূপ আদেশ প্রদানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ঐ আদেশ মান্য করিবেন এবং তাহার পর, যতদূর কার্যত সম্ভব, ৫৮, ৫৯ ও ৬০ ধারায় বিহিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন।

(৩) ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণ এইভাবে কার্যকর হইবে, যেন দস্তাবেজটি তখনই রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া গিয়াছিল, যখন উহা প্রথমে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) রেজিস্ট্রার, যেন তিনি কোন দেওয়ানী আদালত এইভাবে ৭৪ ধারা অনুযায়ী যেকোন অনুসন্ধানের প্রয়োজনে সাক্ষিগণকে সমন জারি করিতে ও তাঁহাদের হাজিরা বলবৎ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের সাক্ষ্যদানে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং তদুপরি তিনি ঐরূপ কোন অনুসন্ধানের সমগ্র খরচ বা উহার কোন অংশ কাহার দ্বারা প্রদত্ত হইবে, সেই নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ খরচ যেন তাহা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী কোন মোকদ্দমায় বিনির্ণীত হইয়াছিল এইভাবে আদায়যোগ্য হইবে। ১৯০৮-এর ৫।

রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতিসূচক আদেশ।

৭৬। (১) প্রত্যেক রেজিস্ট্রার যিনি—

(ক) কোন দস্তাবেজ, ঐ দস্তাবেজ যে সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা তাঁহার জেলার মধ্যে অবস্থিত নহে অথবা দস্তাবেজটি কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত হওয়া উচিত কেবল এই হেতুতে ব্যতীত, কোন দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকৃত হইবেন, অথবা

(খ) ৭২ ধারা বা ৭৫ ধারা অনুযায়ী কোন দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণের জন্য নির্দেশ দিতে অস্বীকৃত হইবেন,

তিনি, অস্বীকৃতিসূচক আদেশ প্রদান করিবেন ও ঐরূপ আদেশের কারণসমূহ তাঁহার বহি নং ২-এ অভিলিখিত করিবেন, এবং, ঐ দস্তাবেজ নিষ্পাদনকারী বা ঐ দস্তাবেজ অনুযায়ী দাবিকারী কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে, ঐরূপে অভিলিখিত কারণসমূহের একটি প্রতিলিপি, অনাবশ্যক বিলম্ব ব্যতিরেকে, তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

(২) এই ধারা বা ৭২ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রারের কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতিজ্ঞাপক আদেশের ক্ষেত্রে মোকদ্দমা।

৭৭। (১) যেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার ৭২ ধারা বা ৭৬ ধারা অনুযায়ী দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করিবার আদেশ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইবেন, সেক্ষেত্রে ঐরূপ দস্তাবেজ অনুযায়ী দাবিকারী কোন ব্যক্তি অথবা তাঁহার প্রতিনিধি, নির্দেশিত ব্যক্তি বা এজেন্ট, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক আদেশ প্রদানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে, যে কার্যালয়ে দস্তাবেজটি রেজিস্ট্রি করিতে বলা হইয়াছে সেই কার্যালয় যে দেওয়ানী আদালতের আদিম ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই দেওয়ানী আদালতে এরূপ কোন ডিক্রী পাইবার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন যাহাতে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে ঐরূপ ডিক্রী প্রদানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি দস্তাবেজটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে উহা ঐ কার্যালয়ে রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

(২) ৭৫ ধারার (২) ও (৩) উপধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী, ঐরূপ কোন ডিক্রী অনুসারে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত সকল দস্তাবেজ সম্পর্কে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ, প্রযুক্ত হইবে এবং এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ঐ দস্তাবেজ ঐরূপ মোকদ্দমায় সাক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য হইবে।

ভাগ ১৩

রেজিস্ট্রিকরণ, সন্ধান ও প্রতিলিপির জন্য ফী বিষয়ে

৭৮। [১]* * * * রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত কার্যের জন্য প্রদেয় ফী-এর,— রাজ্য সরকার কর্তৃক ফী স্থিরীকৃত হইবে।

(ক) দস্তাবেজসমূহ রেজিস্ট্রিকরণ ;

(খ) রেজিস্ট্রিবহিসমূহে সন্ধান ;

(গ) রেজিস্ট্রিকরণের পূর্বে, রেজিস্ট্রিকরণের সময়ে বা রেজিস্ট্রিকরণের পরে কারণ, প্রবিষ্টি বা দস্তাবেজের প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ বা মঞ্জুরকরণ ;

এবং নিম্নলিখিত কার্যের জন্য প্রদেয় বাড়তি বা অতিরিক্ত ফী-এর,—

(ঘ) ৩০ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকরণ ;

(ঙ) কমিশন প্রেরণ ;

(চ) অনুবাদ নথিভুক্তকরণ ;

(ছ) ব্যক্তিগত বাসস্থানে হাজিরাদান ;

(জ) দস্তাবেজের নিরাপদ অভিরক্ষণ ও প্রত্যর্পণ ; এবং

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এরূপ অন্যান্য সকল কার্য,

একটি সারণী প্রস্তুত করিবেন।

৭৯। এইরূপে প্রদেয় ফীসমূহের একটি সারণী সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং ইংরাজী ভাষায় ও জেলার নিজস্ব ভাষায় উহার একটি করিয়া প্রতিলিপি প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে জনসাধারণের দৃষ্টিতে আনিবার জন্য প্রদর্শন করিতে হইবে। ফী-এর প্রকাশন।

৮০। এই আইন অনুযায়ী দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য সকল ফী, ঐরূপ দস্তাবেজ উপস্থাপন করিবার পর প্রদেয় হইবে। উপস্থাপনের পর ফী প্রদেয় হইবে।

ভাগ ১৪

দণ্ড বিষয়ে

৮১। এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ও এই আইনের প্রয়োজনে তাঁহার কার্যালয়ে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি, উহার বিধানাবলী অনুযায়ী উপস্থাপিত বা জমা দেওয়া কোন দস্তাবেজ পৃষ্ঠাঙ্কন, প্রতিলিপিকরণ, ভাষান্তরণ বা রেজিস্ট্রি করার ভারপ্রাপ্ত হইয়া, ঐরূপ দস্তাবেজ, যে প্রণালী তিনি অশুদ্ধ বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন সেরূপ প্রণালীতে, পৃষ্ঠাঙ্কন, প্রতিলিপিকরণ, ভাষান্তরণ বা রেজিস্ট্রি করিবেন এই অভিপ্রায় লইয়া যে তদ্দ্বারা তিনি কোন ব্যক্তির ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় যথাপরিভাষিত, হানি করিবেন বা ইহা জানিয়া যে তিনি তদ্দ্বারা সম্ভাব্যত ঐ হানি করিবেন, তিনি সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন। হানি করিবার অভিপ্রায়ে অশুদ্ধভাবে দস্তাবেজ পৃষ্ঠাঙ্কন, প্রতিলিপিকরণ, ভাষান্তরণ বা রেজিস্ট্রি করার জন্য দণ্ড। ১৮৬০-এর ৪৫।

৮২। যে কেহ— মিথ্যা বিবৃতিদান, মিথ্যা প্রতিলিপি বা ভাষান্তর অর্পণ, মিথ্যা প্রতিরূপণ ও অপসহায়তার জন্য দণ্ড।

(ক) এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে বা অনুসন্ধানে এই আইনের নিষ্পাদনের কার্যরত কোন আধিকারিকের সমক্ষে, সাভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা বিবৃতি শপথপূর্বক হউক বা না হউক এবং উহা অভিলিখিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক প্রদান করিবেন ; অথবা

---

[১] ১৯২০-র ৩৮ আইনের ২ ধারা ও তফসিল-১ দ্বারা "সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে" এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(খ) ১৯ ধারা বা ২১ ধারা অনুযায়ী কোন কার্যবাহে কোন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিককে কোন দস্তাবেজের মিথ্যা প্রতিলিপি বা অনুবাদ অথবা কোন মানচিত্র বা নকশার মিথ্যা প্রতিলিপি সাভিপ্রায়ে অর্পণ করিবেন ; অথবা

(গ) মিথ্যা ব্যক্তিরূপণ এবং ঐরূপে পরিগৃহীত চরিত্র হিসাবে এই আইনের অধীন কোন কার্যবাহে বা অনুসন্ধানে কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করেন বা কোন স্বীকৃতি বা বিবৃতি প্রদান করেন, অথবা কোন সমন জারি করান বা কমিশন নিয়োগ করান, বা অন্য কোন কার্য করেন ; অথবা

(ঘ) এই আইন দ্বারা দণ্ডনীয় করা হইয়াছে এরূপ কোন কার্যে অপসহায়তা করেন,

তিনি, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন।

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক অভিযুক্তি আরম্ভ করিতে পারিবেন।

৮৩। (১) কোন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের পদসামর্থ্যে তাঁহার গোচরীভূত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য কোন অভিযুক্তি মহাপরিদর্শক, [১]* * * * রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের অনুমতি দ্বারা বা ক্রমে আরম্ভ করা যাইবে, ক্ষেত্রানুযায়ী, যাঁহার রাজ্যক্ষেত্রে, জেলায় বা উপ-জেলায় ঐ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে।

(২) এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যূন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন এরূপ কোন আদালত বা আধিকারিক দ্বারা বিচার্য হইবে।

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক লোককৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৮৪। (১) এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক ভারতীয় দণ্ড সংহিতার অর্থে লোককৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি ঐরূপ রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট তথ্য দাখিল করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য থাকিবেন, যখন তৎকর্তৃক ঐরূপ করিতে অনুজ্ঞাত হইবেন।

(৩) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২২৮ ধারায়, "বিচারিক কার্যবাহ" এই শব্দসমূহ এই আইনের অধীন যেকোন কার্যবাহ অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাগ ১৫

বিবিধ

দাবি না-করা দস্তাবেজের বিনাশ।

৮৫। কোন রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে দুই বৎসরের অধিক কাল দাবি না-করা অবস্থায় পড়িয়া থাকা (উইল ব্যতীত অন্য) দস্তাবেজসমূহ বিনষ্ট করা হইবে।

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক তাঁহার পদসামর্থ্যে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিতে অস্বীকৃত কার্যের জন্য দায়িতাধীন হইবেন না।

৮৬। কোনও রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক তাঁহার পদসামর্থ্যে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিতে অস্বীকৃত কোনও কার্যের কারণে কোন মোকদ্দমা, দাবি বা অভিযাচনার দায়িতাধীন হইবেন না।

ঐরূপে কৃত কোন কার্য নিয়োগে বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটির দরুন অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না।

৮৭। এই আইনের বা এতদ্দ্বারা নিরসিত কোন আইনের অনুসরণক্রমে কোন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোনও কার্য কেবলমাত্র তাঁহার নিয়োগে বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

সরকারী আধিকারিক বা কোন কোন লোককৃত্যকারী কর্তৃক নিষ্পাদিত দস্তাবেজের রেজিস্ট্রিকরণ।

[২][৮৮। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও—

(ক) সরকারের কোন আধিকারিকের পক্ষে, অথবা

(খ) কোন মহাপ্রশাসক, সরকারী ন্যাসপাল বা সরকারী নির্দেশিত ব্যক্তির পক্ষে, অথবা

---

[১] "সিন্ধ-এর শাখা মহাপরিদর্শক" এই শব্দসমূহ অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[২] ১৯৪৮-এর ৩৯ আইনের ৫ ধারা দ্বারা মূল ৮৮ ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

(গ) শেরিফ, রিসিভার বা কোন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের পক্ষে, অথবা

(ঘ) রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে তৎপক্ষে প্রচারিত কোন প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অন্য লোক-পদে তৎসময়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে,

তদীয় পদসামর্থ্যে তৎকর্তৃক বা তাঁহার অনুকূলে নিষ্পাদিত কোন সাধনপত্রের রেজিস্ট্রিকরণের সহিত সম্পর্কিত কোন কার্যবাহে কোন রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে সশরীরে বা এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়া বা ৫৮ ধারায় যথাবিহিত স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইবে না।

(২) সরকারের কোন আধিকারিক অথবা (১) উপধারায় উল্লিখিত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাঁহার অনুকূলে নিষ্পাদিত কোন সাধনপত্র ৬৯ ধারা অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত করা যাইবে।

(৩) যে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট কোন সাধনপত্র এই ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে, সরকারের কোন সচিব বা সরকারের ঐরূপ আধিকারিক বা (১) উপধারায় উল্লিখিত অন্য ব্যক্তিকে তৎসংক্রান্ত তথ্যের জন্য তথ্য পেশ করিতে নির্দেশ দিবেন এবং উহার নিষ্পাদন সম্পর্কে প্রতীতি হইলে, তিনি সাধনপত্রটি রেজিস্ট্রি করিবেন।]

১৮৮৩-র ১৯। ৮৯। (১) ল্যাণ্ড ইম্প্রুভমেন্ট লোনস্ অ্যাক্ট, ১৮৮৩, অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরকারী প্রত্যেক আধিকারিক, তাঁহার আদেশের একটি প্রতিলিপি সেই রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে, উন্নয়ন করা হইবে এরূপ ভূমি বা সাংপার্শ্বিক প্রতিভূতি রূপে মঞ্জুর করা হইবে এরূপ ভূমি সমগ্রত বা অংশত অবস্থিত, এবং ঐরূপ রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক উক্ত প্রতিলিপি তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

কোন কোন আদেশ, শংসাপত্র ও সাধনপত্রের প্রতিলিপি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট প্রেরিত ও নথিভুক্ত হইবে।

১৯০৮-এর ৫। (২) কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর, ১৯০৮ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের শংসাপত্র মঞ্জুরকারী প্রত্যেক আদালত ঐরূপ শংসাপত্রের একটি প্রতিলিপি সেই রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐরূপ শংসাপত্রের অন্তর্ভূত স্থাবর সম্পত্তি সমগ্রত বা অংশত অবস্থিত, এবং ঐ আধিকারিক উক্ত প্রতিলিপি তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

১৮৮৪-র ১২। (৩) এগ্রিকালচারিস্ট লোনস্ এ্যাক্ট, ১৮৮৪ অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরকারী প্রত্যেক আধিকারিক যে সাধনপত্রের দ্বারা ঋণ পরিশোধ সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয় তাহার একটি প্রতিলিপি এবং যদি ঐরূপ কোন সম্পত্তি ঋণ মঞ্জুরীর আদেশে ঐ একই উদ্দেশ্যে বন্ধক রাখা হয়, তাহা হইলে তদুপরি ঐ আদেশের একটি প্রতিলিপি সেই রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐরূপ বন্ধকী সম্পত্তি সমগ্রত বা অংশত অবস্থিত, এবং ঐরূপ রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ প্রতিলিপি বা প্রতিলিপিসমূহ তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

(৪) প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে বিক্রয়ের শংসাপত্র মঞ্জুরকারী প্রত্যেক রাজস্ব আধিকারিক, ঐ শংসাপত্রের একটি প্রতিলিপি সেই রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিককে প্রেরণ করিবেন, যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ শংসাপত্রের অন্তর্ভূত স্থাবর সম্পত্তি সমগ্রত বা অংশত অবস্থিত, এবং ঐরূপ আধিকারিক ঐ প্রতিলিপি তাঁহার বহি নং ১-এ নথিভুক্ত করিবেন।

আইন হইতে অব্যাহতি

১৮৭৭-এর ৩। ৯০। (১) এই আইন বা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৮৭৭, বা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ
১৮৭১-এর ৮। আইন, ১৮৭১ অথবা তদ্দ্বারা নিরসিত কোন আইনের অন্তর্ভূত কোন কিছুই নিম্নলিখিত দস্তাবেজসমূহ বা মানচিত্রসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ অনুজ্ঞাত করে বলিয়া বা কোন সময় অনুজ্ঞাত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যথা ঃ—

সরকার কর্তৃক বা সরকারের অনুকূলে নিষ্পাদিত কোন কোন দস্তাবেজের অব্যাহতি।

(ক) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে বা নির্ধারণের পুনরীক্ষণে নিয়োজিত কোন আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত, গৃহীত বা প্রত্যায়িত এবং ঐরূপ নির্ধারণের অভিলেখের অংশীভূত দস্তাবেজ ; অথবা

(খ) সরকারের পক্ষে কোন ভূমির জরিপে বা উহার পুনরীক্ষণে নিয়োজিত কোন আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত, গৃহীত বা প্রমাণীকৃত এবং ঐরূপ জরিপের অভিলেখের অংশীভূত দস্তাবেজ ও মানচিত্র ; অথবা

(গ) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী, গ্রামীণ অভিলেখসমূহের প্রস্তুতির দায়িত্বপ্রাপ্ত পাটোয়ারিগণ বা অন্য আধিকারিকগণ কর্তৃক কোন রাজস্ব কার্যালয়ে পর্যাবৃত্তভাবে নথিভুক্ত করা হয় এরূপ দস্তাবেজ ; অথবা

(ঘ) সরকার কর্তৃক ভূমির বা ভূমিতে কোন স্বার্থের মঞ্জুরি বা স্বত্বনিয়োগ তাৎপর্যিত করে বা উহার সাক্ষ্য দেয় এরূপ সনদ, ইনাম-স্বত্বদলিল ও অন্য দস্তাবেজ ; অথবা

(ঙ) বম্বে ল্যান্ড-রেভিন্যু কোড, ১৮৭৯-র ৭৪ ধারা বা ৭৬ ধারা অনুযায়ী দখলিকারগণ কর্তৃক দখল পরিত্যাগের অথবা পরকীকৃত ভূমির ধারকগণ কর্তৃক ঐরূপ ভূমির দখল পরিত্যাগের জন্য প্রদত্ত নোটিশ। ১৮৭৯-র বোম্বাই ৫ আইন।

(২) ৪৮ ও ৪৯ ধারার প্রয়োজনে ঐরূপ সকল দস্তাবেজ ও মানচিত্র এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে বা রেজিস্ট্রি করিতে হইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

ঐরূপ দস্তাবেজের পরিদর্শন ও প্রতিলিপি।

৯১। [১](১) রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ নিয়মাবলী এবং সেরূপ ফি-এর পূর্ব প্রদান সাপেক্ষে, ৯০ ধারার (ক), (খ), (গ) ও (ঙ) প্রকরণে উল্লিখিত সকল দস্তাবেজ ও মানচিত্র এবং (ঘ) প্রকরণে উল্লিখিত দস্তাবেজসমূহের সকল রেজিস্টার, পরিদর্শনের জন্য আবেদনকারী যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তৎসাপেক্ষে, ঐরূপ দস্তাবেজসমূহের প্রতিলিপি, ঐ প্রতিলিপির জন্য আবেদনকারী সকল ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

[২][(২) এই ধারা অনুযায়ী বিহিত অথবা ৬৯ ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।]

৯২। [বর্মীয় রেজিস্ট্রিকরণ নিয়মাবলী অনুস্বীকৃত]—ভারত সরকারের (ভারতীয় বিধিসমূহের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা নিরসিত।

নিরসন

৯৩। [নিরসন]—নিরসনকারী আইন, ১৯৩৮-এর ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত। ১৯৩৮-এর ১।

তফসিল।—[অধিনিয়মসমূহের নিরসন।]

ঐ, ২ ধারা এবং তফসিল দ্বারা নিরসিত।

দি রেজিস্ট্রেসান অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ১৬)-এর উপরোক্ত বঙ্গানুবাদ, প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০ আইন)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রাধিকৃত হইয়াছে।

সচিব,
ভারত সরকার।

The above Bengali translation of the Registration Act, 1908 (Act 16 of 1908) has been authorised by the President to be published in the *Official Gazette* under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (Act No. 50 of 1973).

Secretary
to the Government of India.

---

[১] ১৯৮৩-র ২০ আইনের ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১৫.৩.১৯৮৪ হইতে কার্যকারিতা সহ) ৯১ ধারা ঐ ধারার (১) উপধারা রূপে পুনঃসংখ্যাত ও প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৮৩-র ২০ আইনের ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১৫.৩.১৯৮৪ হইতে কার্যকারিতা সহ) সন্নিবেশিত।